ও

শিবপূজা-পদ্ধতি ।

—চন্দ্রকান্ত ।

বৃহৎ-শিবতত্ত্ব

ও

শিবার্চ্চন পদ্ধতি

বিদ্যালঙ্কারোপাধিক

শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য

সংগৃহীত

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩৩৮ সাল।

জ্যোতির্ব্বিনোদোপাধিক

শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য

প্রকাশিতানুবাদি

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

পরমারাধ্যা

মাতৃদেবী

মা! পুত্র বাৎসল্যের পীযুষবর্ষিণী অফুরন্ত স্নেহের স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী তুমি, শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত কম্পিত করপল্লব মস্তকে স্থাপন করিয়া অস্তাচলমুখী দিবাকরের প্রতি দৃষ্টি করতঃ যে প্রাণভরা আশীষবাণী বর্ষণ করিতে করিতে অন্তিম শ্বাস রক্ষা করিয়া অনন্তের কোলে অজানিত সত্যলোকে চিরতরে প্রস্থান করিয়াছ---

তোমার

সেই পুণ্যবাণী [illegible] এই হতভাগ্য সন্তান "সংস্কারের" শিবার্চ্চন পদ্ধতি তোমারই পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা সম, ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি স্বরূপে উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা

দীর্ঘ পরিশ্রমোপার্জ্জিত সাধন সাফল্যমণ্ডিত প্রত্যক্ষ সত্য জ্ঞানময় ৺শিব সাক্ষাৎ ও সদ্যঃ ফলপ্রদ। কিন্তু ইঁহার পূজাপদ্ধতির ও সাধনার প্রকৃত পন্থার অবগতি অভাব বশতঃ এই প্রত্যক্ষ দেবতার উপলব্ধি আজ জনসাধারণের পক্ষে যেন একটা জটিল সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। শিবোক্ত ও ঋষি কথিত শাস্ত্র সমুদয় অভ্রান্ত ও সত্য। কিন্তু সেই শাস্ত্র সমুদয় উপেক্ষা করতঃ কর্ম্মহীন ও কদাচারী হইয়া দেবার্চ্চনা করিয়া সুফল ও অভীষ্ট সিদ্ধি আশা করা বাতুলতা মাত্র। বহু সাধকের, সিদ্ধ মহাপুরুষের ও প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের সহায়তায় ও বহুস্থানে প্রয়োগ পরীক্ষার পর আজ আমি জনসাধারণের উপকারার্থে ও শ্রম-সাফল্যের জন্য এই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ শিবপূজা পদ্ধতি ক্ষুদ্রপুস্তিকাকারে প্রচারার্থ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি এতদনুসারে অনুষ্ঠান করিলে নিশ্চিতই সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

পরিশেষে সুধীবৃন্দের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে মদনুবাদে কোনও স্থানে ভ্রম-ত্রুটী থাকিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে জানাইলে বারান্তরে উহা সংশোধন করিয়া লইব। অলমিতি বিস্তারেণ।

২০শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ সাল।
রাণা, (মেদিনীপুর)

বশম্বদ
শ্রীসন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য।

ত্রুটী স্বীকার।

প্রথম সংস্করণে বহুস্থলে ভ্রম-প্রমাদ, ত্রুটী, বিচ্যুতি, অশুদ্ধি, বাক্যবিন্যাসাদি অবিন্যস্ত হইয়া থাকিবে। তজ্জন্য সুধীবৃন্দের নিকট সানুনয়ে ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। ইতি—

গ্রন্থকার।

শিবতত্ত্ব

ও

শিবার্চ্চন পদ্ধতি।

শিবদং শিবশারদা পদং,
শিব যোগায় হি লোক সংহৃতেঃ।
প্রণতেন চ চন্দ্র শর্ম্মণা,
শিবপূজা বিধিরাবিভন্যতে॥

তত্রাদৌ লিঙ্গোৎপত্তি।

শিবপুরাণমতে ঃ—

পুরাকালে লোক পিতামহ ব্রহ্মা নিজপুত্র নারদকে কহিতে লাগিলেন, নারদ! তুমি মনুষ্যদিগের হিতের নিমিত্ত উত্তম কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এই বিষয় শ্রবণ করিলে মানবগণের সকল পাপই দূরীভূত হইবে, ব্রহ্মন্! শিবের এই পরম তত্ত্ব বা তাঁহার রূপের বিষয় আমি অথবা বিষ্ণু আমরা উভয়েই সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত নহি। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যে সময়ে ছিলনা, সেই সময়েই আদি অন্তরহিত একমাত্র সত্য ও দিব্যজ্ঞানময় এক তেজের দ্বারাই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ছিল। উহা স্থূলও নহে সূক্ষ্মও নহে, শীতলও

নহে, উষ্ণও নহে, সেই তেজ, জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রদ মহৎস্বরূপেই অবস্থিত ছিল। অধ্যাত্ম দৃষ্টিসম্পন্ন যোগীগণের অন্তর্দ্দৃষ্টিতেই সেই তেজোময় ব্রহ্ম একমাত্র ধ্যেয় ছিলেন। কালে সেই ব্রহ্মের সিসৃক্ষা হইলে মূলকারণ-স্বরূপা প্রকৃতির আবির্ভাব হইল।

এই মহামায়া একমাত্র হইলেও পুরুষ সহযোগে নানারূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতিদেবীর যেমন উৎপত্তি হইল, সেইরূপ একটী পুরুষেরও উৎপত্তি হইল। তখনঃ প্রকৃতিও পুরুষ আমরা উভয়ে কি করিব, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে আকাশবাণী হইল যে, তোমরা সংশয় অপনোদনের জন্য তপস্যা কর, ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন, কিছুকাল উভয়ে এইরূপ ধ্যানপরায়ণ হইয়া উভয়ের সমাধি ভঙ্গ হইলে, উভয়ে প্রবুদ্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা কঠোর তপস্যা করিলাম। এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহাদের অঙ্গ হইতে জলধারা নির্গত হইয়া সমুদায় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল, সেই জল ব্রহ্মের স্বরূপ এবং স্পর্শমাত্রেই পাপনাশক হইয়াছিল। অনন্তর ঐ পুরুষ শ্রান্ত হইয়া পরম প্রীত হৃদয়ে প্রকৃতির সহিত বহুকাল সেই জলে শয়ান রহিলেন। এই জন্য ঐ পুরুষের নাম নারায়ণ ও প্রকৃতির নাম নারায়ণী হইয়াছিল, নারায়ণ নিদ্রিত হইলে, তাঁহার নাভী হইতে অনন্তদল সমন্বিত কোটী সূর্য্যের সমান দীপ্তিমান্ একটী সুন্দর কমল উৎপন্ন হইল। হিরণ্যগর্ভ যে আমি, আমিও সেই পদ্ম হইতে উৎপন্ন হই। আমি বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া সেই কমল ব্যতীরেকে আর কিছুই জানিতে পারিনাই। আমি কে! কোথা হইতেই বা আসিয়াছি! আমি কাহার পুত্র এবং কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছি! এইরূপ সংশয়াপন্ন হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পরক্ষণে ভাবিলাম যে, কেনইবা মোহাচ্ছন্ন হইতেছি, যেখান হইতে

কমলের উৎপত্তি নিশ্চয়ই সেই খানে আমার সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া কমল হইতে মৃণাল অবলম্বনে অবরোহণ করিতে করিতে শতবর্ষ কাটিয়া গেল, কমলের উৎপত্তি স্থান প্রাপ্ত না হওয়ায় পুনরায় প্রত্যাগমন মানসে ঐ মৃণাল অবলম্বনে পুনরায় আরোহণ করিলাম। কিন্তু মোহবশতঃ পদ্মকোষ আর প্রাপ্ত হইলাম না, ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত ও বিমোহিত হইয়া সেই স্থানে ক্ষণকাল অবস্থান করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে আকাশবাণী শ্রুত হইল যে, তুমি তপস্যা কর, তাহা শুনিয়া আমি যত্নসহকারে দ্বাদশ বৎসর তপশ্চরণ করি, তখন ভগবান্ চতুর্ভুজ ও সুলোচন প্রকৃতি সম্ভূত বিষ্ণু আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। (বিষ্ণুর সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাভিমান সূচক) বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি সক্রোধে ভৎর্সনা সহকারে বিষ্ণুকে বলিলাম তুমিই বা কে ? তোমারও বোধ হয় কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন এইরূপে মায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত আমি ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম।

এবম্বিধ ভাবে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সহিত নারায়ণের বাদানুবাদ ও সংগ্রাম সময়ে উভয়ের মধ্যস্থলে বিবাদশান্তি ও জ্ঞানোদয়ের জন্য সহস্র সহস্র জ্বালা মালা সঙ্কুল কালানল সন্নিভ একটী অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই, আদি, মধ্য, অন্ত নাই, তিনি অতুলনীয়, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত এবং জগতের মূল কারণ।

প্রমাণ শিবপুরাণমতে :—

"ইতিশ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মা ক্রোধান্বিতস্তদা,
কো-বা ত্বমিতি সংভৎর্স্য কশ্চিৎ কর্ত্তা ভবেৎ তব ॥
মায়য়া মোহিতশ্চাহং যুদ্ধং চক্রে সুদারুণম্।
বিবাদ সমনার্থঞ্চ প্রবোধার্থং দ্বয়োরপি ॥ ৬২

জ্যোতির্লিঙ্গং তদোৎপন্ন মাবয়োর্মধ্য-অদ্ভুতম্।
জ্বালা মালা সহস্রাঢ্যং কালানল চয়ো পমম্॥
ক্ষয় বৃদ্ধি বিনির্ম্মুক্তমাদি মধ্যান্ত বর্জ্জিতম্।
অনৌপমামনির্দ্দিষ্ট মব্যক্তং বিশ্বসম্ভবম্॥ ৬৪

লিঙ্গ পুরাণ মতে :—

পণ্ডিতগণ নির্গুণ ব্রহ্মকে লিঙ্গের কারণ ও অব্যক্তকে লিঙ্গ বলিয়া থাকেন, মহাদেব সেই নির্গুণ ব্রহ্ম, তাহা হইতে অব্যক্ত আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রেষ্ঠ লিঙ্গ প্রধান ও প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধ, গন্ধ, রূপ, রসশূন্য শব্দ স্পর্শাদি গুণ বর্জ্জিত, নির্গুণ, সত্য, সনাতন, পরমব্রহ্ম, শিবই অলিঙ্গ। তাঁহা হইতে গন্ধ, বর্ণ ও রস সংশ্লিষ্ট শব্দ স্পর্শাদি গুণ ভূষিত জগতের উৎপত্তি কারণ, স্থূল, সূক্ষ্ম ও মহাভূতময় জগতের উৎপত্তি কারণ, স্থূল সূক্ষ্ম ও মহাভূতময় জগতের শরীরাত্মক লিঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছেন।

প্রমাণ স্কন্ধ পুরাণে :—

মহেশ্বর খণ্ডে, কেদার খণ্ডম্।

ঋষয় ঊচু :—

লিঙ্গে প্রতিষ্ঠা চ কথং শিবং হিত্বা প্রবর্ত্তিতা,
তৎকথ্যতাং মহাভাগ পরং শুশ্রূষতাং হি নঃ ॥১॥

লোমশ-উবাচ

যদা দারুবনে শম্ভুর্ভিক্ষার্থং প্রাচরৎ প্রভুঃ ॥২॥
ইত্যাদি ....

* যাঁহারা বিস্তৃত ঘটনা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা শিবপুরাণ ২য় পৃঃ ১ম অঃ হইতে ৭ম পৃষ্ঠা দেখুন।

নাসীদ্দ্বৈত্য বিভাগঞ্চ সর্ব্বং লীনঞ্চ তৎক্ষণাৎ
যস্মাল্লীনং জগত সর্ব্বং তস্মিল্লিঙ্গে মহাত্মনঃ,
লয়নাল্লিঙ্গ মিত্যেবং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ।২॥

স্কন্দ পুরাণ (৬ অঃ—২৮ পৃঃ)

ঋষিগণ কহিলেন হে মহাভাগ! শিবকে পরিত্যাগ করিয়া তদীয় লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা প্রবর্ত্তিত হইল কিরূপে, তাহা আমাদের নিকট বলুন, আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, লোমশ কহিলেনঃ—যিনি বেদান্ত বেদ্য, ভুবনৈকভর্ত্তা, বেদ প্রতিষ্ঠা এবং যোগীশ্বরদিগেরও পরম পুরুষ সেই প্রভু শম্ভু যখন ভিক্ষার নিমিত্ত দারুবনে বিচরণ করেন, তখন তাঁহার পরিধানে বসন ছিল না, তাঁহার মস্তকের জটাকলাপ উন্মুক্ত অবস্থায় ছিল, তিনি অণু হইতেও অণু, মহান হইতেও মহীয়ান, সর্ব্বভুবনের অধিপতি ও মহানুভব মহাপুরুষ, সেই ঈশ্বর একদা ভিক্ষুরূপে দারুবন মধ্যে ভিক্ষাহরণে প্রবৃত্ত হন, তখন মধ্যাহ্নকাল ঋষিগণ স্বীয় আশ্রম হইতে স্নানার্থ তীর্থে গমন করিয়াছেন; কেবল মাত্র ঋষিপত্নীরাই সে সময় উপস্থিত আছেন, তাঁহারা শম্ভুকে তদবস্থায় আগমন করিতে দেখিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, কে এই অপূর্ব্ব দর্শন ভিক্ষুক এখানে আগমন করিলেন, যাহা হউক আমরা সখীগণ সমভিব্যাহারে ইহাকে ভিক্ষা প্রদান করি, এই বলিয়া তাঁহারা গৃহে গিয়া তথা হইতে উপকরণান্বিত বিবিধ উত্তম ভিক্ষান্ন আনায়ন করিলেন, এবং সাধ্যানুসারে সেই দেব দেব সুধীর প্রার্থনা মত ভিক্ষা দান করিলেন, কোন রমণী প্রিয়দর্শন শম্ভুকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন,—হে মহামতে, কে আপনি ভিক্ষুক বেশে এখানে আগমন করিলেন? ঋষিগণের এই পবিত্র আশ্রম, এখানে উপবেশন করিতেছেন না কেন? রমণী এই কথা কহিলে শম্ভু হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন,—হে সুকেশী! আমি ঈশ্বর; এই পবিত্র আশ্রমে আসিয়াছি, ঈশ্বরের কথা শুনিয়া ঋষিপত্নী কহিলেন; হে মহাভাগ।

তুমি যদি ঈশ্বর হও তবে নিশ্চয়ই কৈলাসপতি ; কিন্তু হে দেব ! একাকী তোমার এ ভিক্ষাচর্য্যা কেন ? সেই কথার উত্তরে পুনরায় শম্ভু বলিলেন—পত্নী দাক্ষায়ণীর সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাই আমি দিগম্বর হইয়া বিচরণ করি, হে সুশ্রোণি ! আমার এই ভিক্ষার্থ পর্য্যটন সদা আমি সঙ্কল্প রহিত হইয়াই করিয়া থাকি, হে ভামিনী ! আমার পত্নী সেই সতী নাই, সতী বিনা অন্য কোন রমণীই আমার রুচিকরী নহে, হে বিশালাক্ষী ! একথা সত্যই বলিতেছি। (১—১৪)

শম্ভুর সেই কথা শুনিয়া সেই কমলাক্ষী কামিনী কহিল—হে শম্ভো ! স্ত্রীজাতি পুরুষের নিকট নিশ্চয়ই সুখস্পর্শ ; এ হেন স্ত্রীজাতিকে আপনার ন্যায় একজন বিজ্ঞব্যক্তি পরিত্যাগ করিল ? এই বলিয়া প্রমদাকুল সকলেই শিবের সমীপে আগমন করিল, এবং তাঁহারা উত্তম উত্তম ভিক্ষাদান করিয়া তাঁহার ভিক্ষাপাত্রটী পূর্ণ করিয়া দিল, চতুর্বিধ অন্ন, ও ষড়বিধ রস দ্বারা তদীয় ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া গেল, অনন্তর শম্ভু যখন কৈলাশ গমনে অভিলাষী হইলেন, তখন সমুদয় ঋষিপত্নীই প্রমোদভরে তাঁহার অনুগমন করিলেন, তাঁহারা সমস্ত গৃহকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তদ্গত মনে শম্ভুর পশ্চাতেই ধাবিত হইলেন। ক্রমে আশ্রম ছাড়িয়া সকল ঋষিপত্নীই চলিয়া গেলেন, এই সময় ঋষিগণ আশ্রমে আসিলেন ; আসিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, আমাদের পত্নী সকল কোথায় গমন করিলেন, কিছুই জানিতেছি না। কোন নষ্টলোক কি তাহাদের সকলকে হরণ করিল ? এইরূপ তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া আশ্রমের চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, অনন্তর ঋষিগণ দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের পত্নীগণ দূরে শিবের অনুগমন করিতেছেন। তখন শিবকে দেখিয়া উপস্থিত ঋষিগণ সকলেই ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং শিবসমীপে গমন করিয়া

সকলেই ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—হে শম্ভো! তুমি বিষয় বিরক্ত মহাত্মা; তোমার একি কার্য্য? নিশ্চয় পরদার হর্ত্তা; ঋষিগণ এইরূপ আক্ষেপ উক্তি প্রয়োগ করিলে, শিব মৌনী হইয়া কৈলাসাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন ঋষিগণের ক্রোধ নিবৃত্তি হইল না; তাঁহারা তখন শিবকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, যেহেতু তুমি অব্যয় মহাদেব হইয়াও আমাদের কলত্রাপহর্ত্তা; এই জন্য সত্বর তোমাকে ক্লীব হইতে হইবে, মুনিগণ এইরূপ অভিসম্পাত করিলে, তৎক্ষণাৎ তদীয় লিঙ্গ ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। ঐ লিঙ্গ ভূতল প্রাপ্ত হইয়া সবেগে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ক্ষণমধ্যেই সপ্তপাতাল, সমগ্র পৃথিবী এবং অন্তরীক্ষ প্রভৃতি অধঃ ও উর্দ্ধবর্ত্তী সমস্ত স্থান আবৃত করিল ক্রমে ঐ লিঙ্গ সমস্ত স্বর্গস্থান ব্যাপিয়া স্বর্গাতীত হইল, তখন না মহী, না দিঙ্মণ্ডল, না জল, না পাবক, না বায়ু, না আকাশ, না অহঙ্কার, না মহী, না অব্যক্ত, না কাল, না মহাপ্রকৃতি কোন দ্বৈত বিভাগই রহিল না। সমস্তই তৎক্ষণাৎ লিঙ্গে লীন হইয়া গেল, যেহেতু মহাত্মা শিবের লিঙ্গে সমস্ত জগতই লয় পাইল, এইজন্য তখন মুনিঋষিগণ উঁহাকে লিঙ্গনামে নির্দ্দেশ করিলেন। (২৫-২৯)

পদ্ম পুরাণে:—

এক সময়ে মুনিগণ সকলে দেবতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, দেবগণের মধ্যে কোন দেব প্রধান এবং বেদ বেদান্ত পারদর্শী, ব্রাহ্মণগণের পূজ্য, মহর্ষিগণ এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মহাত্মা ভৃগুমুনিকে সংশয় নিরাকরণ জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন, ভৃগুমুনি বামদেব সহ প্রথমে কৈলাসে মহেশ্বরের নিকট গমন করিলেন, দ্বারে ভীষণমূর্ত্তি নন্দী ত্রিশূল হস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে বলিলেন নন্দিন্! মহাত্মা শঙ্করের নিকট সংবাদ দাও যে, মহর্ষি ভৃগু দর্শনার্থী হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, অমিততেজা মহর্ষি ভৃগুর

এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, নন্দী পরুষবাক্যে বলিলেন মহর্ষি! এক্ষণে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি ভগবতীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন এখন তুমি ফিরিয়া যাও; মহাতপা ভৃগু এইরূপে প্রত্যাখ্যাত ও নিরাকৃত হইয়াও সেই দ্বারদেশেই বহুক্ষণ অবস্থান করিলেন পরে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হৃদয়ে অভিশাপ প্রদান করিলেন, যেহেতু শঙ্কর নারী সঙ্গমে মত্ত হইয়া আমার অবমাননা করিলেন, এই কারণে শঙ্করী ও শঙ্কর সংযুক্ত যোনি লিঙ্গরূপ প্রাপ্ত হইবেন।

ঋষয় উচুঃ

অস্মাকং সংশয়ং ছেত্তুং সমর্থোঽসি শুভব্রত।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশানামন্তি কং ব্রজ সুব্রত॥

....

এবং নিরাকৃতস্তেনতত্রাতিষ্ঠ মহাতপাঃ।
বহূনি দিবসা ন্যস্মিন্ গৃহদ্বারে মুনিশ্বরঃ॥
ততো ক্রোধ সমাবিষ্টো ভৃগুঃ প্রোবাচশঙ্করম্,
বিনষ্ট তমসারূঢ়ো মাং ন জানাতি শঙ্করঃ॥
নারী সঙ্গম মত্তোঽসৌ [illegible]
যোনি লিঙ্গ স্বরূপং বৈরূপং তাস্মাত্ত বিয্যতি॥

কালিকা পূরাণে [illegible]:—

সতী বিয়োগের পর মহেশ্বর সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া যে সময়ে ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন; সে সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনৈশ্চরের সমবেত চেষ্টায় সতীর এক এক অঙ্গ এক এক স্থানে নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহেশ্বর স্বীয় স্কন্ধ সতীদেহ শূন্য দেখিয়া যে স্থানে সতীর মস্তক

নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে শোকার্ত্ত হৃদয়ে উপবিষ্ট হইলেন, তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবগণ সদাশিবকে সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। ভূতনাথ তদ্দর্শনে শোক, লজ্জাভিভূত হইয়া প্রস্তরময় লিঙ্গরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই রূপে মহাদেব লিঙ্গরূপ ধারণ করিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই সেই লিঙ্গরূপ ভগবান শঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন, এইরূপে লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শিবার্চ্চন বিধি

শিবলিঙ্গ ও গৌরীপট্টের গূঢ়তত্ত্ব নিরূপণ।

স্কন্দ পুরাণে কথিত আছে :—

আকাশ লিঙ্গ মিত্যাহু পৃথিবী তস্য পীঠিকা,
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়না লিঙ্গ মুচ্যতে ॥

আকাশের নাম লিঙ্গ; পৃথিবী আকাশের বেদিকা, এই আকাশ সর্ব্বদেবের আলয় ও সকলের লয় স্থান বলিয়া লিঙ্গ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ফলতঃ আকাশই সদাশিবের বিরাট মূর্ত্তি ও ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতিরও লয় স্থান; ইহা যোগীরা যোগবলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অথবা, শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময়, লিঙ্গশব্দের অর্থ যাহাতে সমুদায় জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম, গৌরীপট্ট শিবলিঙ্গের আধার, গৌরীপট্টের অর্থ জগতের যোনি, মূল প্রকৃতি অথবা মহামায়া, ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৌরীপট্ট যুক্ত শিবলিঙ্গ, মূল প্রকৃতি যুক্ত ব্রহ্মার অনুকল্প মাত্র।

বস্তুতঃ মূল প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন নহেন। যেমন অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি অভিন্ন উভয়ই পৃথক্‌ভাবে থাকিতে পারে না। তদ্রূপ মূল প্রকৃতিও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ব্রহ্মেতে যে শক্তির বিকাশ বা স্ফুরণ দৃষ্ট হয় তাঁহাকে লোকের বুদ্ধি গোচরের নিমিত্ত মূল প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মূলতঃ দ্বিতীয় বা পৃথক নহেন। কূর্ম্ম পূরাণে মূল প্রকৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট উক্তি আছেঃ—

যা সা মাহেশ্বরী শক্তিজ্ঞান রূপাতি লালসা।
ব্যোম সংজ্ঞা কলা কাষ্ঠা সেয়ং হৈমবতী মতা॥
শিবা সর্ব্বাগতানন্তা গুণাতীতাতি নিষ্কলা।
একানেক বিভাগস্থা জ্ঞান রূপাতি লালসা॥
অনন্যা নিষ্কলে তত্ত্বে সংস্থিতা তস্য তেজসা।
স্বাভাবিকা চ তন্মূলা প্রভাভানোরিবামলা॥
একা মাহেশ্বরী শক্তিরনেকোপাধি যোগতঃ।
পরাবরেণ রূপেণ ক্রীড়তে তস্য সান্নিধৌ॥
সেয়ং করোতি সকলং তস্যাকার্য্য মিদং জগৎ।
ন কার্য্যং নাপি করণমীশ্বরস্যেতি সূরয়ঃ॥

অর্থাৎ এই যে হিমালয় কন্যা হৈমবতীই মাহেশ্বরী শক্তি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। তিনি একমাত্র জ্ঞানগম্যা ও অতিলালসা; তিনি ব্যোমশব্দবাচ্যা কলাকাষ্ঠাদিরূপা অর্থাৎ কালস্বরূপিণী। তিনি আদ্যন্তশূন্যা এবং সমভাবে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অবস্থিতা। জ্ঞানস্বরূপা এই দেবী অনন্যা অর্থাৎ ইহা ব্যতিরেকে জীব বা অন্য কোনরূপ পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই। ইনি নিষ্কল ব্রহ্মেতে পরম তেজোরূপে অবস্থিতা। সূর্য্যের প্রভা যেরূপ সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহে। সেইরূপ স্বভাবতই ইনি ব্রহ্মার মূলপ্রকৃতি,

ব্রহ্ম হইতে কোনরূপে ভিন্ন নহেন। এই অদ্বিতীয়া মাহেশ্বরীশক্তি বহু-বিধরূপ ও উপাধিযোগে (মূঢ়ের নিকট) অনেকভাবে বিচিত্র লীলা করিতেছেন। এই জগৎসৃষ্ট্যাদিরূপ কার্য্য তিনিই করিতেছেন, এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাঁহারই কার্য্য। দেবগণ বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়, তিনি কিছুই করেন না এবং তাঁহার কৃত বা কর্ত্তব্য কার্য্যও কিছুই নাই।

কৃত্রিম লিঙ্গ পূজাফল।

বিশেষা চৈচ্ছলজং মুক্ত্যৈ ভুক্তয়ে চানুষঙ্গতঃ।
পার্থিবং ভুক্তয়ে শস্তং মুক্তয়ে চানুসঙ্গতঃ॥
এবং দৈদারুজং জ্ঞেয়ং বিল্ব লিঙ্গং তথা পুনঃ,
স্থির লক্ষ্মী প্রদং জ্ঞেয়ং হৈমং রাজ্য প্রদঞ্চ তৎ।
পুত্র বৃদ্ধি করং তাম্রং রাঙ্গমায়ুঃ প্রবর্দ্ধনম্॥

প্রস্তর নির্ম্মিত লিঙ্গপূজা করিলে মোক্ষ লাভ ও আনুষঙ্গিক ভোগলাভ হইয়া থাকে। পার্থিব লিঙ্গপূজা করিলেও ভোগলাভও আনুষঙ্গিক মুক্তি লাভ হইতে পারে, দারুময়লিঙ্গ ও বিল্ব নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলেও ঐরূপ ফল হয়, স্বর্ণময় লিঙ্গ পূজা করিলে লক্ষ্মী স্থিরতরা হয়েন এবং রাজ্যপ্রাপ্তি হয়, তাম্র নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সন্তান বৃদ্ধি এবং রঙ্গনির্ম্মিত লিঙ্গপূজা করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বজ্রাদ্যাঃ স্ফাটিকাদ্যাশ্চ গুড়ান্নাদি বিনির্ম্মিতম্
সর্ব্ব কাম প্রদং পুংসাং লিঙ্গং তাৎকালিকং মতম্॥

হীরক প্রভৃতি দ্বারা স্ফটিক প্রভৃতি দ্বারা বা গুড়, অন্ন প্রভৃতি দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়, পরন্তু গুড়,

অন্ন প্রভৃতি দ্বারা সদ্যোনির্ম্মিত লিঙ্গই পূজা করা বিধেয়, পরদিন তাহা পূজা হইবে না।

গান্ধং সৌভাগ্যদং লিঙ্গং পৌষ্পং মুক্তি প্রদায়কম্।
নানা শুনোদ্ভবং লিঙ্গং নানা কাম প্রদায়কম্ ॥
সৈকতং গুণদং লিঙ্গং সৌভাগ্যায় চ লাবণম্।
উচ্চাটনে তু পাশাপ্তং গৌলং শত্রুক্ষয়া বহম্ ॥

গন্ধলিঙ্গ ঃ---কস্তুরিকায়াদ্বৌ ভাগৌ চত্বারশ্চন্দন স্থতু।
কুঙ্কুমস্থ এয়শ্চৈব শশিনা চ চতুঃ সমম্ ॥
এতদ্বৈ গন্ধলিঙ্গন্তু কৃত্বা সম্পূজ্য ভক্তিতঃ।
শিব সাযুজ্য মাপ্নোতি বন্ধুভিঃ সহিতো নরঃ ॥

দুই ভাগ কস্তুরী, চারিভাগ চন্দন, তিন ভাগ কুঙ্কুম, চারি ভাগ কর্পূর এই সমুদয় একত্র করিয়া লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিলে তাহাকে গন্ধ লিঙ্গ বলা হয়, গন্ধ লিঙ্গ পূজা করিলে বন্ধুগণের সহিত শিব সাযুজ্য লাভ করিতে পারে ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয়। পুষ্পময় লিঙ্গ পূজা করিলে মুক্তিলাভ, বিবিধ বৈধ প্রাণিবধ স্থান সম্ভূত, মৃত্তিকা দ্বারা পূজা করিলে বিবিধ কামনা সিদ্ধ হয়, বালুকাময় লিঙ্গ পূজা করিলে গুণশালী হইতে পারা যায়, লবণ নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে সুখ সৌভাগ্য লাভ, পাশ নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে উচ্চাটন কার্য্য হইয়া থাকে এবং মূল নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজা করিলে শত্রুক্ষয় হয়, ইত্যাদি। বহু দ্রব্য নির্ম্মিত লিঙ্গ পূজার পৃথক পৃথক ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহা গ্রন্থ বাহুল্য জন্য বা অনাবশ্যক বোধে লিখা গেল না, যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা মহা নির্ব্বাণ তন্ত্র দেখুন।
৮৪ পৃঃ

লিঙ্গ পূজা প্রশংসা

সর্ব্ব পূজাসু দেবেশি লিঙ্গপূজা পরং পদম্।
লিঙ্গ পূজাং বিনা দেবী অন্য পূজাং করোতি যঃ ॥
বিফলা তস্য পূজা স্যাদন্তে নরক মাপ্নুয়াৎ।
তস্মাল্লিঙ্গং মহেশানি প্রথমং পরিপূজয়েৎ ॥
যদ্রাজ্যং লিঙ্গ পূজায়াং রহিতং সততং প্রিয়ে।
তদ্রাজ্যং পতিতং মন্যে বিষ্ঠাভূমি সমং স্মৃতম্ ॥
ব্রহ্ম-বিট্ ক্ষত্রিয়ো দেবী যদি লিঙ্গং ন পূজয়েৎ।
তৎক্ষণাৎ পরমেশানি এয়শ্চণ্ডালতামিয়ুঃ ॥
শূদ্রশ্চ পরমেশানি সদা শূকরবদ্ভবেৎ।
শিবার্চ্চনন্তু দেবেশি যস্মিন গেহে বিবর্জ্জিতম্ ॥
বিষ্ঠাগর্ত্ত সমং দেবী তদ্গৃহং বিদ্ধি পার্ব্বতি।
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং তস্মিন বেশ্মনি পার্ব্বতি ॥
শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি শৈবো বা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈ বরাননে ॥
পশ্চাদন্যং মহেশানি লিঙ্গং প্রার্থ্য প্রপূজয়েৎ।
অন্যথা মৃতবৎ সর্ব্বং শিব পূজাং বিনা প্রিয়ে ॥

অর্থাৎ :—লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে প্রথম পটলে কথিত হইয়াছে; সমস্ত পূজার মধ্যে লিঙ্গ পূজাই শ্রেষ্ঠ ও মুক্তিদায়ক, যে ব্যক্তি লিঙ্গ পূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে, তাহার সমুদায় পূজা নিষ্ফল হয়; এবং অন্তে তাহাকে নরকগামী হইতে হয়, অতএব মহেশ্বরি! অগ্রে লিঙ্গ পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য, যে রাজ্যে নিয়ত লিঙ্গপূজা না হয়, ত:

রাজ্য পতিত ও বিষ্ঠাভূমি সদৃশ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাঁরা যদি প্রতিদিন লিঙ্গপূজা না করেন, তাহা হইলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়েন, এবং শূদ্র যদি লিঙ্গপূজা না করে, তাহা হইলে সে শূকর সদৃশ হয়. দেবী ! যে যে গৃহে লিঙ্গ পূজা না হয়, তাহা বিষ্ঠাগর্ত্ত সমান বিবেচনা করিবে ; বিশেষতঃ সেই গৃহের অন্ন বিষ্ঠা সদৃশ জল মূত্র সদৃশ হইবে, অতএব মহেশ্বরি ! শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর বা গাণপৎ, সকলেই অগ্রে বিল্বপত্র দ্বারা লিঙ্গপূজা করিয়া, লিঙ্গের নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক অনুমতি লইয়া পশ্চাৎ অন্য দেবতার পূজা করিবে ; এরূপ না করিলে পূজা দ্রব্য সমুদায় মূত্রবৎ হইবে।

প্রমাণান্তরম্।

শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা গানপোঽথবা।
শিবার্চ্চন বিহীনস্থ কুত সিদ্ধির্ভবেৎ প্রিয়ে ॥
অনারাধ্য চ মাং দেবী যোঽর্চ্চয়েদ্দেবতান্তরম্।
ন গৃহ্লাতি মহাদেবী শাপং দত্তা ব্রজেৎ পুরম্ ॥

....

শিবার্চ্চন বিহীনো যঃ পূজয়েদ্দেবতান্তরম্।
বিশেষতঃ কলিযুগে স নরঃ পাপভাগ ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তি অগ্রে শিবার্চ্চন না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করে, তাহার পূজা কোন দেবতাই গ্রহণ করেন না, বরং তাঁহারা অভিশাপ দিয়া গমন করেন।

বিশেষতঃ কলিযুগে শিবলিঙ্গ পূজা না করিয়া অন্য দেবতার পূজা করিলে যার পর নাই পাপভাগী হইতে হয়।

শিবপূজা প্রবর্ত্তন।

তুষ্টোঽহমদ্য বাং বৎসৌ পূজায়াচস্মিন্ মহাদিনে।
দিন মেতৎ ততঃ পুণ্যং ভবিষ্যতি মহত্তরম্ ॥
শিবরাত্রি রিতি খ্যাতা তিথিরেষা মমপ্রিয়া ॥
ইত্যাদি ....

তথাহি পদ্ম পুরাণে।

মাঘে কৃষ্ণ চতুর্দ্দশ্যা মাদিদেবো মহানিশি।
শিব লিঙ্গ তয়োদ্ভূতঃ কোটিসূর্য্য সমপ্রভঃ ॥

এই উভয় প্রমাণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শিবরাত্রেই শিবলিঙ্গের আবির্ভাব ও পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শিব প্রসাদ গ্রহণ নিষেধ।

তথাহি কালিকা পুরাণে —

অগ্রাহ্যং শিব নির্ম্মাল্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
দ্রব্যমন্নং ফলং তোয়ং শিবস্য ন স্পৃশেৎ ক্বচিৎ ॥
ন নয়েচ্ছিব নির্ম্মাল্যং কূপে গর্ত্তং বিনিঃক্ষিপেৎ।
মক্ষিকা পাদ মাত্রং যঃ শিবস্বমুপ জীবতি ॥
লোভাৎ মোহাৎ পতত্যেব কল্পান্তং নরকে নরঃ ॥

তথাহি পদ্ম পুরাণে।

অনর্হং মম নৈবিদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
মহ্যং নিবেদ্য সকলং কূপ এব বিনিঃক্ষিপেৎ ॥

প্রতি প্রসব।

নির্ম্মাল্যং পরম পুণ্যং নৈবেদ্যং পাপ নাশনং।
ব্রহ্মচারি গৃহস্থানাং যতিনাঞ্চৈব মুক্তিদং॥
শিবার্পিতং বিনা ভুঙক্তে সদ্যো ভবতি কিল্বিষী।
ভক্ষিতে শিব নৈবেদ্যে পুণ্যান্যায়ান্তি কোটিশঃ॥

(২)

সংসার বন্ধ নাশায় শিব নৈবেদ্য ভোজনং।
কল্পিতং গিরিশেনেদ মন্ততো মুক্তি সাধনম্॥

তথাহি কান্ব শাখায়াম্ঃ—
ত্রিগুপ্সানাং অশ্নীয়াৎ, যদি পাপ্মা শিবানর্পিতং ভুঙ্ক্তে, তদ্রেতো ভুঙ্ক্তে, মলং ভুঙ্ক্তে, কৃমিং ভুঙ্ক্তে, অধিং ভুঙ্ক্তে, অধো গচ্ছেতি।

তথাহি ঋগ্বেদে।

অসমর্প্যোদনং শম্ভোর্ভুঙক্তে খাদতি পাতি চেৎ।
শ্বমাংস মস্থি মূত্রঞ্চ ভূঙ্ক্তে খাদতি পাতি চ॥

উল্লিখিত শিব উচ্ছিষ্ট নির্ম্মাল্য গ্রহণ নিষেধ থাকিলেও বেদাদি এবং অন্যান্য পুরাণ প্রমানে প্রতি প্রসব বলে জন্য শিব প্রসাদ নির্ম্মাল্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

আচমন বিধি।

প্রক্ষাল্য পাণি পাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্বু বীক্ষিতম্।
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততো মুখম॥

সংহত্য তিসৃভিঃ পূর্ব্বমাস্যমেবমুপস্পৃশেৎ।
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা ঘ্রাণং পশ্চাদনন্তরম্॥
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যান্তু চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ।
নাভিং কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেন বৈ॥
সর্ব্বাভিস্তু শিরঃ পশ্চাদ্বাহূ চাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ।
এবং কৃত্বা পয়ঃ পীত্বা বিষ্ণুঃ স্মৃত্বা শুচির্ভবেৎ॥

দুই পা এবং দুই হাত ধুইয়া, হস্তে মাষ পরিমাণ জল লইয়া তাহা দর্শন করতঃ তিনবার পান করিবেন, পরে হাত ধুইয়া ফেলিয়া মস্তকে ও পদে জলের ছিটা দিবেন দক্ষিণ হস্তের বাকান অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দুইবার মুখমার্জ্জন করিবেন, অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলি মিলিত করিয়া মুখস্পর্শ করিবেন, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষুদ্বয় ও তৎপরে কর্ণদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবেন, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির মিলনে নাভিদেশ এবং হস্ততল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবেন, পরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করতঃ বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক শুচি হইবেন।

গোকর্ণাকৃতিহস্তেন মাষমগ্নং জলং পিবেৎ।
তন্ন্যূনমধিকং বাপি পিবেচ্চেদ্রুধিরন্তু তৎ॥

গরুর কাণের ন্যায় হাতের ভেলো করিয়া একটা মাষকলাই ডুবিতে পারে এতটুক পরিমাণ জল লইয়া আচমনের সময় তাহাই পান করিবেন, তিনবার তিন ততটুকু জল লইবেন, তার চেয়ে বেশী বা তাহা অপেক্ষা কম জল পান করিলে রক্তপানের মত ফল হয়।

অঙ্গুল্যগ্রে তীর্থং দৈবং স্বল্পাঙ্গুল্যোর্মূলে কায়ম্।
মধ্যেঽঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোঃ পৈত্রং মূলে ত্বঙ্গুষ্ঠস্য ব্রাহ্মম্॥

তর্জনী মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলে, কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশকে কায়তীর্থ বলে, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যদেশকে পৈত্রতীর্থ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে, আচমন সময়ে এই ব্রাহ্মতীর্থে জল লইয়া আচমন করিবেন।

বৃদ্ধাঙ্গুলিকে অঙ্গুষ্ঠ, আর পরের অঙ্গুলিকে তর্জ্জনী, তারপর মধ্যমা, তারপর অনামিকা ও তার পরের অঙ্গুলিকে কনিষ্ঠাঙ্গুলি বলে।

শূদ্রাচমন বিধি।

অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ শূদ্রাণাং [illegible]।
অমন্ত্রস্য তু শূদ্রস্য বিপ্রমন্ত্রেণ গৃহ্যতে॥

অসংস্কৃত বা সংস্কার বর্জ্জিত অনুপযুক্ত শূদ্রাদি ব্রাহ্মণেতর জাতির অনুপযুক্ততা হেতু, বেদ মন্ত্রাদির সম্যক অর্থাবধারণ পূর্ব্বক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতঃ, কার্য্যে বিনিয়োগ করা দুরূহবিধায় বেদাদি মন্ত্রে অনধিকার জ্ঞাপন করা হইয়াছে মাত্র; উপযুক্ত কৃতবিদ্য সর্ব্ববর্ণকে বেদাদি শাস্ত্রে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাস, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতির শিষ্যোপশিষ্য; সূতপুত্র উগ্রশ্রবা, লোমহর্ষণ ও সৌতি প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য।

সঙ্কল্প বিধি।

সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
ফলঞ্চাপ্যাল্পকং তস্য ধর্ম্মস্যার্দ্ধ ক্ষয়ো ভবেৎ॥

সঙ্কল্প না করিয়া মানুষ যে কোন কার্য্য করিলে, তাহার পূর্ণ ফলভাগী হয় না এবং ধর্ম্মের অর্দ্ধেক ভাগ ক্ষয় পায়।

শুক্তি-শঙ্খাশ্মহস্তৈশ্চ কাংস্যরৌপ্যাদিভিস্তথা।
সঙ্কল্পো নৈব কর্ত্তব্যো মৃন্ময়ে ন কদাচন ॥

শঙ্খে, ঝিনুকে, শুধু হস্তে, কাংস্যপাত্রে, রৌপ্যপাত্রে, প্রস্তর পাত্রে এবং মাটীর পাত্রে কদাচ সঙ্কল্প করিবেন না।

গৃহীত্বৌডুম্বরং পাত্রং বারিপূর্ণং গুণান্বিতম্।
দর্ভত্রয়ং সাগ্রমূলং ফলপুষ্প তিলান্বিতম্ ॥

জলাশয়ারামকূপে সঙ্কল্পে পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ।
সাধারণে চোত্তরাস্য ঐশান্যাং নিক্ষিপেৎ পরঃ ॥

ঔডুম্বর অর্থাৎ তাম্রাদি পাত্রে জলপূর্ণ করিয়া মূল ও অগ্রভাগের সহিত তিনটী কুশ, ফল পুষ্প ও তিল লইয়া সঙ্কল্প করিবেন। জলাশয়, উপবন ও কূপপ্রতিষ্ঠা কালে পূর্ব্বাভিমুখ ও অন্যান্য সাধারণ কার্য্যে উত্তরমুখ হইয়া সঙ্কল্প করিবেন; সঙ্কল্পের মন্ত্র পাঠ করিয়া পাত্রস্থ জল ঈশান কোণে কিঞ্চিৎ নিক্ষেপ করিবেন।

হরিতকী ফলং শ্রেষ্ঠং সঙ্কল্পে বিধি পূর্ব্বকম্।
তদভাবে চ রম্ভা বা ন গুবাকং কদাচন ॥

সঙ্কল্প করিতে হরীতকীই শ্রেষ্ঠ, তাহার অভাবে রম্ভা দিবেন, কিন্তু সুপারি দিয়া কদাচ সঙ্কল্প করিবেন না।

সঙ্কল্প মাস।

আব্দিকে পিতৃকৃত্যে তু মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ ॥

শ্রাদ্ধাদিতে চান্দ্রমাসের বিবাহাদিতে সৌরমাসের ও যজ্ঞাদিতে সাবান মাসের উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

চন্দ্রের ত্রিশ তিথিতে এক চান্দ্রমাস হয়, শুক্লা প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিশ তিথিকে মুখ্য চান্দ্রমাস বলে।

মানস পূজা।

বাহ্যপূজাক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ।
পূজয়েচ্চিন্তয়েদ্দেবং বচসা মনসা হৃদা।
তথৈব সাধকো লোকে চান্তর্যাগপরায়ণঃ॥

হৃদয়ে প্রার্থনামুদ্রা স্থাপনপূর্ব্বক বাহ্যপূজার উপচার ও উপকরণাদি লইয়া মানসপূজা করিতে হয়, বাক্য, মন ও হৃদয়দ্বারা মানসপূজা করিবেন।

শিবপূজাতে শৈবমালাক্রমে জপ করিবেন।

শৈব মালা।

তিস্রোঽঙ্গুল্যাস্ত্রিপার্ব্বণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা।
মধ্যমায়া দ্বয়ং পর্ব্ব মেরুত্বেনোপকল্পিতম্॥

অনামিকার দুই পর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, অনামিকা ও মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব, তারপর তর্জ্জনীর অগ্রপর্ব্ব হইতে মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত জপ করিবেন।

এইরূপ ভাবে একবার জপ করিলে দশবার হয়, দশবার জপ করিলে একশত বার জপ হয়, ক্রমে এই হিসাবে যত ইচ্ছা জপ করিতে পারেন, জপসংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলি ব্যবহার করিবেন ও অন্যান্য জিনিষগুলি ব্যবহার করিবেন না।

ব্যবহার্য্য দ্রব্য।

লাক্ষা কুশিতসিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্।
বিলোড্য গুটিকাং কৃত্বা জপ সংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ॥

লাক্ষা কুশিত, সিন্দূর, গোময় বা করীষক (শুষ্ক গোময়) দ্বারা গুটী

তৈয়ার করিয়া রাখিবেন, জপের সময় যত জপ করিবেন, সেই হিসাবে গুটীকাগুলি গুণিয়া লইয়া জপ করিতে বসিবেন।

মনে করুন একশত জপ করিবেন, তাহা হইলে দশটী গুটীকা লইবেন এইরূপে একবার জপ হইলে একটা, দুইবার হইলে দুইটী এইরূপভাবে রাখিয়া যখন দশটা শেষ হইয়া যাইবে তখন জানিবেন যে একশত জপ শেষ হইয়াছে।

অব্যবহার্য্য দ্রব্য।

নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ।
ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ ॥

চাউল, হস্তপর্ব্ব, ধান্য, পুষ্প, চন্দন বা মৃত্তিকা দ্বারা জপসংখ্যা নির্ণয় করিবেন না।

অঙ্গুল্যগ্রে চ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জপ করিবেন না,—অর্থাৎ এইরূপ ভাবে জপ করিবেন যেন অঙ্গুলির পর্ব্ব ও পর্ব্ব সন্ধিতে নখ না লাগে। মেরু (অর্থাৎ অঙ্গুলির গোড়ার রেখা) লঙ্ঘন করিয়া জপ করিবেন না এবং পর্ব্ব-সন্ধির (অর্থাৎ অঙ্গুলির রেখার) উপর কখনও জপ করিবেন না। ঐরূপভাবে জপ করিলে সেই জপ নিষ্ফল হয়।

যথাশক্তি জপ লেখা থাকিলে,—দশ, অষ্টাদশ, [illegible] অষ্টোত্তর বা সহস্র জপ করিবেন যদি জপের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে তাহার চারিগুণ জপ করা বিধেয়, কারণ কলিতে চারিগুণের ব্যবস্থা আছে।

আটবার জপ করিতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে জপ করিবেন (অষ্টাদশ বা অষ্টাবিংশ জপেও এই নিয়ম)।

অনামামধ্যমাভ্যা কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু।
তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সঞ্জপেৎ॥

অনামিকার মূলপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিনপর্ব্ব অনামিকার অগ্রপর্ব্ব মধ্যমার অগ্রপর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্যম পর্ব্ব পর্য্যন্ত জপ করিলে আটবার জপ হইবে।

হৃদয়ে হস্তমাদায় তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলিং।
আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ॥

দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অপর সমস্ত অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিয়া চিৎভাবে ঐ হাত হৃৎপদ্মে রাখিবেন, এবং বামহস্ত দক্ষিণহস্তের নীচে ঠিক্ ঐরূপ ভাবে রাখিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিগুলি বক্রভাব করতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রপর্ব্ব দ্বারা জপ করিবেন। জপের সময় বস্ত্র দ্বারা উভয় হস্ত আচ্ছাদন করিয়া রাখিবেন।

জপ করিবার সময় দেবতাকে মনে মনে চিন্তা করিবেন এবং মন্ত্র অতি স্পষ্ট ভাবে যথাবিধি বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া অন্যোন্য অক্লেশরূপে জপ করিবেন। জপকালে কোনরূপ অঙ্গভঙ্গী, দাঁত বাহির করা, অন্যদিকে মন দেওয়া, বা হাচি কি কাসি প্রভৃতি নিষেধ।

"জপস্যাদৌ তথা চান্তে প্রাণায়ামং সমাচরেৎ"॥

জপকরিবার আগে ও জপান্তে প্রাণায়াম করিবেন। ন্যাস নহে; (পুরশ্চরণ) মন্ত্র সিদ্ধ জন্য, জপ করিতে হইলে যোগীগুরুর নিকট প্রাণায়াম আসন মুদ্রাদি শিক্ষান্তে অনুষ্ঠান বিধেয়; অন্যথা লক্ষসংখ্যা জপ শতবর্ষ করিলেও সিদ্ধি পাইবেন না।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে হপানং তথাপরে।
প্রাণাপান গতীরুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ॥

হয়তো মনে করিতেছেন প্রাণায়াম যথাযথ হওয়া বা শিক্ষা অসম্ভব বস্তুতঃ গুরুদত্ত কৌশলে অনায়াসে বিনা হস্তাঙ্গুলি প্রয়োগে স্থিরাসনে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করুন। যোগীগুরু পাওয়া দুর্লভ নহে।

জপ সমর্পণ বিধি।

এবং জপং পুরঃ কৃত্বা গন্ধাক্ষতকুশোদকৈঃ।
জপং সমর্পয়েদ্দেব্যা বাম হস্তে বিচক্ষণঃ ॥
দেবস্য দক্ষিণ হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্য বারিভিঃ ॥

প্রাগুক্ত প্রকারে জপ করিয়া গন্ধাক্ষত ও কুশোদক দ্বারা জপ সমর্পণ মন্ত্র পাঠ করতঃ স্ত্রীদেবতার বামহস্তে, এবং পুরুষ দেবতার—কুশ, পুষ্প ও অর্ঘ্যজল দ্বারা দক্ষিণহস্তে জপ সমর্পণ করিবেন।

প্রণাম বিধি।

অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই দেব পূজায় প্রশস্ত। পূজাকালে আসনো-পবিষ্ট পূজক করজোড়ে প্রণাম করিবেন।

অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

পদদ্বয়, জানুদ্বয়, হস্তদ্বয়, বক্ষঃ, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন এই অষ্ট অঙ্গ দ্বারা প্রণামকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

পঞ্চাঙ্গ প্রণাম।

বাহুভ্যাঞ্চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।
পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমে

বাহুদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষু, এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে।

স্ববামে প্রণমেদ্বিষ্ণুং দক্ষিণে শক্তি শঙ্করৌ।
প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চান্যথা নিস্ফলং ভবেৎ ॥

বিষ্ণুকে বামে, শক্তি এবং শঙ্করকে দক্ষিণে ও গুরুকে অগ্রে রাখিয়া প্রণাম করিবেন ইহার অন্যথা করিলে প্রণাম নিস্ফল হয়।

প্রদক্ষিণ বিধি।

"শঙ্খহস্তেন সর্ব্বত্রে প্রদক্ষিণং [illegible]" ॥

হস্তে শঙ্খ লইয়া দেবতা প্রদক্ষিণ করিবেন।

দক্ষিণাদ্বায়বীং গত্বা দিশন্তস্যাশ্চ শাম্ভবাম্।
ততশ্চ দক্ষিণং গত্বা নমস্কারস্ত্রিকোণ বৎ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ সমাবিক্ষ।
[illegible] মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু ॥
সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ।*

শিবপ্রদক্ষিণ স্থলে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিবেন। অর্থাৎ অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া বায়ুকোণে যাইবেন, এবং বায়ুকোণ হইতে পুনরায় ঘুরিয়া অগ্নিকোণে আসিবেন ইহাকেই অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রদক্ষিণ বলে।

কালিকা পুরাণে কথিত আছে :—

দেবীকে একবার বা তিনবার বেষ্টনে প্রদক্ষিণ করিলে তাঁহাদের প্রীতি হয় এবং তাহাতে সর্ব্বদেবতাই তুষ্ট থাকেন।

---

* সোমসূত্রং "জল নিঃসরণ স্থানম্"

প্রমাণ :—

সকৃত্রির্বা বেষ্টয়িত্বাদেব্যাঃ প্রীতিঃ প্রজায়তে।
সচ প্রদক্ষিণোজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদেবস্তুতুষ্টিদঃ ॥
একং দেব্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্বিনায়কে।
চত্বারি কেশবে কুর্য্যাৎ শিবে [illegible] ॥

শিবকে অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিতে হয়। স্ত্রীদেবতাকে একবার সূর্য্যকে সাতবার, গণেশকে তিনবার বিষ্ণুকে চারবার।

আত্ম সমর্পণ।

গণ্ডুষপরিমিত জল হস্তে লইয়া আত্মসমর্পণ মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক সেই জল দেবতা চরণে অর্পণ করিবেন।

বিসর্জ্জন।

"দেবতার শরীরে আবরণ দেবতাগণ বিলীন হইয়াছেন" মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া "ক্ষমস্ব" এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবেন।

সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুষ্পৈঃ সার্দ্ধং স্বহৃদয়ং নয়েৎ ॥
তথাচ—নিধায় দেবতাং পশ্চাৎ স্বীয়হৃৎসরসীরুহে।
সুষুম্নাবর্ত্মনা পুষ্পমাঘ্রায়োদ্ধারয়েত্ততঃ ॥

সংহারমুদ্রা দ্বারা নির্ম্মাল্য গ্রহণ পূর্ব্বক সুষুম্না পথে সেই পুষ্পের গন্ধের সহিত দেবতার তেজ নিজ হৃদয়পদ্মে আনায়ন করিবেন তৎপরে ঈশান কোণে ত্রিকোণমণ্ডল করতঃ তদুপরি নির্ম্মাল্য রাখিয়া দিবেন পরে শিব বিষয়ে—ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ বলিয়া পূজা করিবেন।

পঞ্চোপচার পূজা।

গন্ধ পুষ্পে তথা ধূপদীপৌ নৈবেদ্যমেব চ।
অখণ্ডং ফলমাসাদ্য কৈবল্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চদ্রব্যের দ্বারা পূজাকে পঞ্চোপচার পূজা বলে।

দশোপচার পূজা।

পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং গন্ধপুষ্পে তথা পরে।
ধূপদীপ নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশ ক্রমাৎ ॥

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ইহাকে দশোপচার বলে।

ষোড়শোপচার পূজা।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচনীয়কম্।
মধুপর্কস্তথা স্নানং বসনাভরণানি চ ॥
গন্ধপুষ্পে ধূপদীপৌ নৈবেদ্যাচমনন্ততঃ।
তাম্বুলমর্চ্চনা স্তোত্রং তর্পণঞ্চ নমস্ক্রিয়া।
প্রয়োজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥

আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, স্নানীয়, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন, তাম্বুল, অর্চ্চনা, স্তোত্রপাঠ, তর্পণ ও নমস্কার। ইহাকে ষোড়শোপচার বলে।

অষ্টাদশোপচার পূজা।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কস্তথা স্নানং বস্ত্রোপবীত ভূষণম্॥
গন্ধপুষ্পে তথা ধূপদীপাবন্নঞ্চ দর্পণম্।
মাল্যানুলেপনঞ্চৈব নমস্কার বিসর্জ্জনে॥
অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ॥

ইহাকে অষ্টাদশোপচার বলে।

উপাচার দান বিধি।

যে দ্রব্য নিবেদন করিতে হইবে, তাহা পুংলিঙ্গ কি স্ত্রীলিঙ্গ কিম্বা ক্লীবলিঙ্গ ইহা বিবেচনা করিয়া নিবেদন করিবেন। যথা ঃ—

পুংলিঙ্গবাচক শব্দ হইলে তৎপূর্ব্বে এষ শব্দ ব্যবহার করিবেন। যেমন এষ ধূপঃ ইত্যাদি, স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ হইলে তৎপূর্ব্বে এষা শব্দ ব্যবহার করিবেন, যথা এষা শর্করা ইত্যাদি, আর ক্লীবলিঙ্গ বাচক হইলে তৎপূর্ব্বে এতৎ বা ইদং শব্দ ব্যবহার করিবেন, যেমন এতৎ পাদ্যম্, বা ইদমা আচমনীয়ম্ ইত্যাদি।

অর্ঘ্য।

গন্ধপুষ্পাক্ষতযব কুশাগ্র তিল সর্ষপৈঃ।
সদূর্ব্বৈঃ সর্ব্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদাহৃতম্॥

গন্ধ, পুষ্প, আতপচাউল, যব, কুশের অগ্র, তিল, সরিষা ও দূর্ব্বা সকল দেবতা বিষয়ক অর্ঘ্যেই দাওয়া যায়। অন্যান্য দ্রব্যের অভাব হইলে কেবল আতপ চাউল ও দূর্ব্বা দিয়া অর্ঘ্য দিবেন।

প্রথা

দধিসর্পির্জলং ক্ষৌদ্রং সিতৈতাভিস্তু পঞ্চভিঃ।
প্রোচ্যতে মধুপর্কস্তু সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টয়ে॥
জলন্তু সর্ব্বতঃ স্বল্পং সিতা দধি ঘৃতং সমম্।
সর্ব্বেষামধিকং ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রযোজয়েৎ॥
তদ্দদ্যাৎ কাংস্য পাত্রেণ রৌক্মশ্বেতভবেন বা॥

দধি, ঘৃত, জল, মধু ও শর্করা, এই কয়টী জিনিষ কাংস্য, স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যপাত্রে করিয়া দিবেন, ইহাকে মধুপর্ক বলে। মধুপর্কে অন্যান্য জিনিষ অপেক্ষা জল কম দিবেন শর্করা, দধি ও ঘৃত সমভাগে দিবেন মাত্র মধুই অধিক পরিমাণে দিবেন।

পুষ্প ও বিল্বপত্র।

যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিল্বপত্রং ত্বধোমুখম্।
অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ বৃন্তং ধৃত্বা সমর্পয়েৎ॥
বহুপুষ্প সমাযুক্ত প্রদানে নিয়মো ন হি।
সংস্থাপ্য বামহস্তে তু ততঃ পুষ্পং ন দীয়তে॥

পুষ্পাদি যেই ভাবে উৎপন্ন হয় সেই ভাবেই দেবতাকে দান করিবেন কেবল বিল্বপত্র অধোমুখ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা বোঁটা ধরিয়া দিবেন বহুপুষ্পপ্রদানে কোন নিয়ম নাই, বামহস্তে ফুল রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একটী একটী দেবতাকে প্রদান করিতে নাই।

ধূপ ও দীপ।

দীপং দক্ষিণ তো দদ্যাৎ পুরতো বা ন বামতঃ।
বামতস্তু তথা ধূপং পুরতো ন তু দক্ষিণে॥

ন ভূমৌ বিতরেদ্ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা।
যথা তথাধারগতং কৃত্বা তু বিনিবেদয়েৎ ॥

দেবতার দক্ষিণে দীপদান করিবেন সম্মুখে বা বামে দিবেন না, ধূপ বামদিকে দিবেন সম্মুখে বা দক্ষিণদিকে দিবেন না, ধূপ আসনে বা ঘটে রাখিয়া নিবেদন করিবেন না, আধারে রাখিয়া নিবেদন করিবেন।

ধূপ দীপ নিবেদন করিয়া দিয়া,—"ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা ঘণ্টার অর্চনা করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাবাদন করিয়া ধূপদীপ দানের মন্ত্র পাঠ করতঃ ধূপদীপ প্রদান করিবেন আরাত্রিক করিয়া দিবার ব্যবস্থাও আছে।

নৈবেদ্য।

নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ ॥

দেবতার দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে নৈবেদ্য দান করিবেন পৃষ্ঠে দিবেন না।

নিষিদ্ধ পুষ্প।

শিবে কুন্দং মদন্তীঞ্চ যূথীং বন্ধুককেতকে।
রক্তজবাং দ্বিসন্ধ্যাঞ্চ মালতীং কেতকী স্তথা ॥
শেফালিং কুমুদং রক্তং হয়ারিঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥

কুন্দ, নবমল্লিকা, যূথী, বন্ধুক, কেতকী, রক্তজবা, সন্ধ্যা, মালতী, শেফালি, কুমুদ ও রক্তকরবীর দ্বারা শিবপূজা করিবে না।

তিষ্ঠেদ্দিনদ্বয়ং শুদ্ধং পদ্মমামলকং তথা।
তুলসী সর্ব্বদা শুদ্ধা তথা বিল্বদলানি চ ॥

পদ্ম ও আমলকী পত্র দুইদিন পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ থাকে, কিন্তু তুলসী ও বিল্বপত্র বাসি—হইলেও সর্ব্বকালই বিশুদ্ধ থাকে।

নিষিদ্ধ বাদ্য।

শিবাগারে কল্লকঞ্চ সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকম্।
দুর্গাগারে বংশী বাদ্যং মধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ ॥
বিরিঞ্চেস্তু গৃহে ঢক্কাং ঘণ্টাং [illegible] গৃহে ত্যজেৎ।
[illegible] ঘণ্টাং বাদ্যাভাবে প্রবাদয়েৎ ॥

শিবমন্দিরে করতালবাদ্য নিষিদ্ধ। ঘণ্টা [illegible] অন্য বাদ্যের অভাবে কেবল ঘণ্টা বাজাইয়াই পূজা হয়।

দিগ্‌বোধ।

প্রাগাননো ভবেদ্দিগ্বদনোঽথ বাপি —সারসমুচ্চয়।
রাত্রাবুদঙ্মুখঃ কুর্য্যাদ দেবকার্য্যং সদৈবহি ॥
শিবার্চ্চনং তথাপ্যেবং শুচিঃ কুর্য্যাদুদঙ্ মুখ ॥

পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া দেবতার পূজা করিবেন। শিবপূজা কিন্তু রাত্রিকালের পূজায় উত্তরমুখ হইয়াই পূজা করিবেন।

একত্রে বিগ্রহদ্বয় পূজা নিষেধ।

লিঙ্গদ্বয়ং তথা নার্চ্চ্যং গণেশদ্বয় মেব চ।
শক্তিদ্বয়ং তথা সূর্য্যদ্বয়মেকত্র নার্চ্চয়েৎ ॥
দ্বে চক্রে দ্বারকায়াস্তু শালগ্রামশিলাদ্বয়ম্।
এতেষামর্চ্চনান্নিত্যমুদ্বেগং প্রাপ্নুয়াদ্‌গৃহী ॥

একসঙ্গে দুই শিব, দুই গণেশ, দুই শক্তি, দুই সূর্য্য ও দুই শালগ্রাম পূজা করিবেন না। ঐরূপ যুগ্মপূজা করিলে গৃহী উদ্বেগপ্রাপ্ত হন।

পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি ।

আত্ম স্থান মন্ত্র দ্রব্য দেব শুদ্ধিস্তু পঞ্চমী ।
যাবন্ন কুরুতে দেবী তস্য দেবার্চ্চনং কুতঃ ॥

আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও দেবতাশুদ্ধি এই পঞ্চাঙ্গ শুদ্ধি ব্যতিরেকে পূজায় অধিকার জন্মে না ।

সুস্নাতৈ ভূতশুদ্ধ্যা চ প্রাণায়ামাদিভিস্তথা ।
ষড়ঙ্গাদ্যাখিলন্যাসৈরাত্মশুদ্ধিরুদীরিতা ॥

তীর্থাদিবিশুদ্ধজলে স্নান করিয়া ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম ও ষড়াঙ্গন্যাস করিলে, আত্মশুদ্ধি হয় ।

সম্মার্জ্জনানুলেপাদ্যৈর্দ্দর্পণোদরবৎ শুভম্ ।
বিতান ধূপ দীপাদি পুষ্প মালাদি শোভিতম্ ॥
পঞ্চ বর্ণো রজোভিশ্চ স্থান শুদ্ধিরিতীরিতা ।

যে স্থানে পূজাদি কার্য্য হইবে তথায় মার্জ্জন ও লেপনাদি দ্বারা দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার করিয়া চন্দ্রাতপ, ধূপ, দীপ ও পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করিবেন এবং পঞ্চবর্ণ গুঁড়িরদ্বারা স্থান বিচিত্র করিয়া স্থানশুদ্ধি করিবেন ।

গ্রথিত্বা মাতৃকাবর্ণৈর্ম্মূল মন্ত্রাক্ষরাণি চ ।
ক্রমোৎক্রমাদ্দ্বিরাবৃত্ত্যা মন্ত্রশুদ্ধিরিতীরিতঃ ॥

মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অনুলোম বিলোমানুক্রমে মন্ত্রবর্ণ পুটিত করিয়া দুইবার পাঠ করিবেন । এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা মন্ত্রশুদ্ধি করিবেন ।

পূজাদ্রব্যাণি সম্প্রোক্ষ্য মূলমন্ত্রৈর্বিধানতঃ ।
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাদিন্ দ্রব্যশুদ্ধিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥

পূজারদ্রব্য সমুদয় কুশার অগ্রভাগ দ্বারা মূলমন্ত্র ও "ফট্" এই মন্ত্রদ্বারা প্রোক্ষণ করতঃ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিলে দ্রব্যশুদ্ধি হয়।

পীঠে দেবীং প্রতিষ্ঠাপ্য সকলিকৃত্য মন্ত্রবিৎ।
মূল মন্ত্রেণ মাল্যাদীন্ ধূপাদীনুদকেন চ॥
ত্রিবারং প্রোক্ষয়েদ্ বিদ্বান্ দেবশুদ্ধিরিতীরিতা॥

পূজক পীঠশক্তির পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে সকলীকরণ মুদ্রা দ্বারা সকলীকরণ করিয়া এবং মূলমন্ত্রে মাল্য ও ধূপ-দীপাদি প্রোক্ষণ করিলেই দেবশুদ্ধি হয়।

মানসোপচার বিধি।

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দ্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং প্রকল্পয়েৎ॥
আচামং অমৃতে নৈব স্নানীয় তেন চ স্মৃতং।
আকাশ তত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধং স্যাৎ কর্ম্মতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণং প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ॥
অনাহত ধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং।
সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকং॥
নৃত্যমিন্দ্রিয় কর্ম্মাণি পূজামিথং প্রকল্পয়েৎ॥

পূজাকালীন মানসোপচার স্তোত্রে বিশেষ বোধগম্য হইবে। অর্থাৎ মানস-উপচার দেবোদ্দেশে যথাযথ নিবেদিত হইবে।

যোগ জ্ঞানসম্পন্ন সাধক মানসপূজার যথার্থ অধিকারী সাধারণ সাধক মানস-স্তোত্রে দেবোদ্দেশ্যে আত্মনিবেদন করিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পূজা বিধি।

কাশীনারায়ণ নদ প্রভাব্ ক্রোশত্রয়ান্তরে।
বাগা গ্রাম বাস্তুবোদয় চন্দ্র গুপ্তস্য চ॥
চন্দ্রকান্তস্য পুত্রেণ সন্তোষেণ মহাত্মনা।
যা পূজা পুনর্নির্দ্দিষ্টঃ শিবারাধনা পদ্ধতিঃ॥
প্রকাশ্যতে ত্রিপঞ্চাশদ্বৎসরোর্দ্ধে শকে তথা।
অষ্টাদশশতে মার্গশীর্ষে বিংশতি বাসরে॥

বৃহৎ শিবপূজা বিধি

১। উদ্দিশ্য যং কৃতবতী গিরিজা তপস্যাং যৎপাদপঙ্কজরজো বিবুধা নমন্তি। আশাম্বরং ভুজগরাজ বিভূষিতাঙ্গং তং চন্দ্রমৌলিমমলং মনসা স্মরামি॥ জপন্ যো মহেশস্য মন্ত্রান্ সর্ব্বসমৃদ্ধিদান্। তৈঃ পূর্ণমনসঃ [illegible] প্রণবঃ॥ সান্দ্রমোঙ্কারসংযুক্তং বিন্দুভূষিত মস্তকম্ প্রাসাদাখ্যো মন্ত্রঃ প্রোক্তো ভক্তানাং কামদো মুনিঃ॥ এতেন হৌং ইতি সিদ্ধম্।

বিনা ভস্ম ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া।
বিনা বিল্বপত্রেণ নার্চ্চয়েৎ পার্থিবঃ শিবম্।

পার্থিব শিবপূজা করিতে হইলে ভস্মদ্বারা ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ফোঁটা করিতে হয় রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিতে হয়, আর বিল্বপত্র, ধুতুরা, আকন্দ, বিশেষতঃ শিবপূজার শ্বেতপুষ্প (শিবপূজায় নিষিদ্ধ পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া) রক্তচন্দন আবশ্যক। ত্রিপুণ্ড্রক:—যজ্ঞাবশেষ ভস্মদ্বারা অথবা শ্বেত গোময় ভস্ম দ্বারা করিবেন।

রুদ্রাক্ষং শিবলিঙ্গঞ্চ স্থূলাৎ স্থূলং প্রশস্যতে।

রুদ্রাক্ষ এবং শিবলিঙ্গ যত স্থূল হয় ততই ভাল। দুই তোলা মৃত্তিকার কম লিঙ্গ নির্ম্মাণ অপ্রশস্ত। স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ স্থূল্য সুপরিষ্কৃত করিয়া লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবেন।

লিঙ্গ নির্ম্মাণ বিধি

ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় লোহিতবর্ণ, বৈশ্য হরিদ্রাবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ প্রস্তুত করিবেন।

ব্রহ্ম নির্গুণ পদার্থ; নির্গুণ পদার্থের চিন্তা, ধ্যান অসম্ভব; সুতরাং শক্তি সংযোগে তাঁহার ধ্যানধারণাদি করা বিধেয় এইজন্যই শিবের নিম্নে শক্তি শোভিতা থাকেন।

লিঙ্গনির্ম্মাণবিধি।—"ওঁ হরায় নমঃ" এই মন্ত্রে এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকা লইয়া "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠপরিমিত শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবেন। মৃত্তিকা সমান তিন ভাগ করিয়া উপরের ভাগে লিঙ্গ, মধ্যভাগে গৌরীপীঠ (শক্তিপীঠ) এবং শেষভাগ দ্বারা বেদী (আসন) প্রস্তুত করিতে হয়। উপরের লম্বমান ভাগকে লিঙ্গ, মধ্যভাগকে গৌরীপীঠ এবং নিম্নভাগকে বেদী কহে। দুই হাতের মধ্যে যে কোন হস্ত দ্বারা শিবলিঙ্গ গঠন করিবেন। এক হস্তে সক্ষম না হইলে দুই হস্ত দ্বারা নির্ম্মাণ করিবেন। এইরূপে লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া একটী ক্ষুদ্র গোলাকার মৃত্তিকা মস্তকোপরি দিবেন; ইহার নাম বজ্র। লিঙ্গের মস্তকে এরূপ ভাবে বজ্রটী স্থাপন করিবেন যে, উর্দ্ধ দিকে বজ্রটী ঈষৎ শিখাকোপরি যেন পতিত হয়। অন্য ব্যক্তি লিঙ্গনির্ম্মাণ করিয়া দিলে পূজক একেবারেই "ওঁ হরায় নমঃ" ও "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" এই দুইটী মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন।

উপবেশন ও আসনবিধি।—লিঙ্গনির্ম্মাণান্তে যথাবিধি পাদ ধৌত করিয়া উত্তরাস্যে কুশাসনে, কম্বলাসনে বা মৃগরোমজ আসনে সমাসীন হইবেন। মাটিতে বা স্বেচ্ছামত যে কোন আসনে বসিতে নাই। আসন

তিন অঙ্গুলী উচ্চ, দুই হস্ত দীর্ঘ এবং দেড় হস্ত বিস্তৃত হইবে। পদ্মাসনে বসিয়া পূজা করিতে হয়। লিঙ্গের পিণাকটী যাহাতে উত্তরদিকে থাকে, এইরূপে বিল্বপত্রের সোজা পৃষ্ঠের উপর বসাইবেন। পূজার সময় ললাটে ভস্ম বা মৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্র এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিবেন।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে [illegible] নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাত্রি বাস পরিত্যাগান্তে (দন্তধাবন প্রাতঃস্নান, প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন।) অন্যথা পূজা নিষ্ফল হইবে।

"প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভজিতোঽচ্চয়েৎ।

নিষ্ফলা তস্য পূজা স্যাচ্ছৌচহীনা যথা ক্রিয়া॥

দেবপূজার্থ, হোমকাষ্ঠ, পুষ্প কিংবা কুশাদি ব্রাহ্মণে নিজে আহরণ করিবেন

সমিৎপুষ্প কুশাদিনী ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।

শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কর্ম্ম কুর্বন পতত্যধঃ॥

পুষ্পাহরণে অসামর্থ্য বা অভাববশতঃ যথামূল্যে পুষ্পাদি ক্রয় করিবেন। বাসি, দুর্গন্ধ, গন্ধহীন বা উগ্রগন্ধ পুষ্পচয়ন করিবেন না। বৌতাদিঃ পুষ্প চয়ন করিবেন। বামহস্তে চয়ন করিতে নাই, আধারে পুষ্প রাখিবেন. দক্ষিণ হস্তে পুষ্পচয়ন বিধি। বিল্বের শাখা ভগ্ন করিতে নাই। এক একটী করিয়া চয়ন করিবেন। চক্রহীন নিশ্ছিদ্র বৃন্তসমন্বিত ও ত্রিপত্রান্বিত বিল্বপত্রই প্রশস্ত। বিল্বপত্র চয়ন মন্ত্র :—

পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীফল প্রভো।

মহেশ পূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্॥

মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল, রাত্রিকাল, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দ্বাদশীতে বিল্বপত্র চয়ন করিতে নাই। শ্রাদ্ধে ও দেবপূজায় দূর্ব্বার কোঁক ফেলিয়া ত্রিপত্রান্বিত করিয়া ব্যবহার করিবেন।

আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ।—ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ তিনবার বিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক তিনবার আচমন করিবেন। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ; দিবীব চক্ষুরাততম্। করযোড়ে পাঠ করিবেন "শঙ্খ চক্রধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্। প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্র পুণ্ডরীক স্মরেদ্ধরিম্॥

গণেশাদি দেবতাদিগকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবার পরে সূর্য্যার্ঘ্য দিবেন।

সূর্য্যার্ঘ্য।—তাম্র, রৌপ্য অথবা স্বর্ণনির্ম্মিত কোশাতে বিধিবৎ অর্ঘ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য দিবেন। ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে জগৎ সবিত্রে শুচয়ে কর্ম্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

তাম্রপাত্রে তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া (এবং কৃত্বা বয়ং কৃত্বা ত্রয়ং কৃত্বা ক্ষিপেদ্বুধঃ। তর্জ্জনা মধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈ র্ধৃত্বা চ নব তণ্ডুলান্। স্বস্তিত্রয়ং মন্ত্রান্তে মুহুর্মুহুঃ ক্ষিপেদিতি। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শিবপূজা কর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু (তিনবার) ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শিবপূজা কর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু (পূর্ব্ববৎ তিনবার) ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শিবপূজা কর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু (তিনবার) ওঁ পুণ্যাহম্ (তিনবার) ওঁ স্বস্তি (তিনবার) ওঁ ঋধ্যতাম্ (তিনবার) উচ্চারণ করিবেন।

এবম্বারং স্বস্তি পুণ্যাহ ঋদ্ধিক্রমেণ স্বস্তিবাচনম্ কার্য্যম্। ক্ষত্রিয় বৈশ্যয়ো র্নিরোঙ্কার পুণ্যাহাদি বাচনম্, স্ত্রী শূদ্রাদ্যাদেবস্তি দ্বিজাতিনাঞ্চ নিরোঙ্কারং কেবলং স্বস্তিবাচনং কর্ত্তব্যম্। কর্ম্মদ্বয়োল্লেখে কর্ত্তব্যয়োরনয়ো অমুকামুককর্ম্মণোঃ ইতি। বহুকর্ম্মোল্লেখে—কর্ত্তব্যেষু অমুকামুক কর্ম্মসু ইতি বিশেষঃ।

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিতে হয়, যথা—

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥

সঙ্কল্প—বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্র অমুক দেবশর্ম্মা সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বক মনোভীষ্ট সিদ্ধিকামো গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজা পূর্ব্বক বৃহৎ শিবলিঙ্গৈকপূজনমহং করিষ্যে।

সঙ্কল্প সূক্ত :—ওঁ দেবোবো দ্রবিণোদাঃপূর্ণাং বিবষ্টাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমপুবা প্রণূধ্বমাদিৎ দেব ওহতে॥ ওঁ সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু।

সামান্যার্ঘ্য।—তৎপরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন। বামদিকে মাটিতে একটা চতুষ্কোণ, তন্মধ্যে বৃত্ত এবং তাহার মধ্যে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রচতুষ্টয়ে চারিবার গন্ধপুষ্প দিবেন। পুষ্পের অভাব হইলে গন্ধ ও আতপতণ্ডুল লইয়া "এতে গন্ধাক্ষতে" ইত্যাদিরূপ বলিতে হয়। অনন্তর "ফট্" মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন পূর্ব্বক ত্রিকোণোপরি একটা পাত্র রাখিয়া তদুপরি কোশা স্থাপন করতঃ "নমঃ" মন্ত্রে উহাতে জলপূর্ণ করিবেন। পরে কোশার অগ্রভাগে গন্ধ, পুষ্প অক্ষত, বিল্বপত্র ও গর্ভশূন্য ত্রিপত্র দূর্ব্বা দিয়া অর্ঘ্য স্থাপন করতঃ জলশুদ্ধি করিবেন। যথা—

জলশুদ্ধি।—তর্জ্জনীর অগ্র দ্বারা অঙ্কুশমুদ্রাযোগে ঐ জল আলোড়ন করতঃ "ওঁ গঙ্গে চ" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহনপূর্ব্বক "এতে গন্ধপুষ্পে

ওঁ জলায় নমঃ মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প দিবেন। অনন্তর "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন ও মৎস্যমুদ্রা দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন পূর্ব্বক তদুপরি দশবার বা অষ্টবার প্রণব জপ করিবেন। পরে বারত্রয় ঐ জল ভূতলে নিক্ষেপ করতঃ স্বীয় মস্তকে ও যাবতীয় পূজোপকরণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ছিটাইয়া দিবেন। তৎপরে আসনশুদ্ধি করিতে হয়।

আসনশুদ্ধি।—আসনের নিম্নে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ" মন্ত্রে একটী সচন্দন পুষ্প আসনের উপর দিবে। পুষ্পের অভাবে "এতে গন্ধাক্ষতে" বলিয়া সচন্দন আতপ তণ্ডুল দিবেন। তদনন্তর আসন ধারণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ-ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া (বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ; ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ; (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ (ঊর্দ্ধে) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ (অধঃ) ওঁ অনন্তায় নমঃ; (মধ্যে) ওঁ নারায়ণায় নমঃ; (সম্মুখে) ওঁ অমুক-দেবতায়ৈ (স্ব স্ব অভীষ্টদেব) নমঃ মন্ত্রে যথাক্রম স্থান স্পর্শ করতঃ নমস্কার করিবেন।

বিঘ্নাপসারণ।—তদনন্তর বিঘ্ননিবারণ করিবেন। "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্রে দৃষ্টিপাত করত ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধভাগস্থ "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে মস্তকের চতুর্দ্দিকে শূন্যে জলপ্রোক্ষণ করত অন্তরীক্ষস্থ এবং বামপদের গুল্ফদ্বারা বামদিকে মাটীতে তিনবার আঘাত করত ভূতলস্থ সমস্ত বিঘ্ন বিদূরিত হইয়াছে ভাবনা করিয়া, তণ্ডুলের উপর সপ্তধা "ফট্"

মন্ত্র জপ করিবেন। তৎপরে নারাচ মুদ্রা দ্বারা ঐ অক্ষত গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে ভূতলে ফেলিয়া দিবেন, যথা—

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

পরে ভাবনা করিবেন যে, গৃহমধ্যস্থ যাবতীয় বিঘ্ন বিদূরিত হইয়াছে।

গন্ধাদির পূজা।—তৎপরে গন্ধাদির পূজা করিতে হয়। যেহেতু পূজা না করিয়া দেবতাকে অর্পণ করিলে দেবতারা তাহা গ্রহণ করেন না; উহা অসুরদিগের ভোগ্য হয়। প্রথমে "বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে গন্ধাদির উপর বারত্রয় জলপ্রোক্ষণ করিবেন। পরে গন্ধপুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ" "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানেভ্যো নারায়ণাদিভ্যো নমঃ," "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে এক একটী করিয়া গন্ধপুষ্প দিবেন।

করশুদ্ধি।—তৎপরে করশুদ্ধি করিতে হয়। একটী সচন্দন পুষ্প লইয়া "ওঁ রং অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে করযুগল দ্বারা উহা মর্দন করতঃ নৈঋতদিকে নিক্ষেপ করিবেন। তদনন্তর সম্মুখভাগে ঊর্দ্ধদেশে যথাক্রমে তিনটী তালি দিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বদিক্ হইতে তুড়ি প্রদান করত দশদিগ্বন্ধন করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবেন।

ভূতশুদ্ধি।—"রং মন্ত্রে বারিধারা দ্বারা নিজদেহ বেষ্টন করতঃ ঐ জলধারাকে বহ্নিময় প্রাচীর ভাবনা করিয়া করযুগল উত্তানভাবে বামদক্ষিণক্রমে উপর্য্যুপরি স্বীয় ক্রোড়দেশে স্থাপন করিবেন। পরে "সোঽহং" চিন্তা করতঃ হৃৎপ্রদেশস্থিত দীপকলিকাবৎ জীবাত্মাকে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি সহ সুষুম্নামার্গে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য চক্রে চতুর্দ্দল, ষড়্দল, দশদল, ষোড়শ-

দল ও দ্বিদলপদ্ম ভেদ করতঃ শিরোস্থিত অধোমুখ সহস্রারকমলের কর্ণিকাভ্যন্তরস্থ পরমাত্মাতে সংযোগ করিয়া তাহাতেই দৈহিক ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, জিহ্বা নেত্র, ত্বক্, কর্ণ, বাক্, কর, চরণ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চতুর্বিংশতিতত্ত্বকে বিলীন চিন্তা করিতে হয়। তৎপরে বামনাসাপুটে "যং" এই বায়ুবীজকে ধূম্রবর্ণ চিন্তা করিয়া প্রাণায়ামবিধি অনুসারে ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করত বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করিবেন। এবং নাসাপুট রোধ করতঃ চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্ব, পিঙ্গলচক্ষু, পিঙ্গলকেশ, পাপপুরুষের সহিত স্বীয় দেহকে শোষণ করিবেন। তৎপরে ঐ বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিয়া দক্ষিণনাসিকারন্ধ্র দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবেন। তদনন্তর দক্ষিণনাসিকাপুটে "রং" এই অগ্নিবীজ ভাবনা করতঃ উহা ষোড়শবার জপ করিয়া বায়ু দ্বারা শরীর পূর্ণ করিবেন এবং নাসাপুটদ্বয় রোধ পূর্ব্বক ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপসহকারে কুম্ভক করিয়া মূলাধারোত্থিত বহ্নি দ্বারা পাপপুরুষসহ নিজদেহ দগ্ধ করতঃ পুনরায় দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিবেন। তদনন্তর বামনাসাপুট দ্বারা দগ্ধভস্ম সহ ঐ বায়ু পরিত্যাগ করিবেন। পরে বামনাসাপুটে "ঠং" এই সোমবীজ ধ্যান করতঃ ষোড়শবার জপ দ্বারা শ্বাস আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐ বীজাকৃতি সোমকে ললাটদেশে ধ্যান করিয়া নাসাপুটযুগল রোধ করিবেন এবং বরুণবীজ "বং" চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া কুম্ভক করতঃ উল্লিখিত সোমদেব হইতে বিনিঃসৃত পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণস্বরূপ সুধা দ্বারা সমস্ত দেহকে নূতন-গঠিতবৎ ভাবনা করিবেন। তৎপরে ধরাবীজ "লং" দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিয়া স্বীয় দেহকে সুদৃঢ় জ্ঞান করতঃ দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিবেন। পরে "হংস" (শূদ্র, স্ত্রীলোকেরা "নমঃ)"

এই মন্ত্র দ্বারা বিলীন কুণ্ডলিনী সহ জীবাত্মা ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে পুনরায় নিজস্থানে আবির্ভূত চিন্তা করিবেন। অনন্তর স্বীয় দেহকে দেবদেহ সহ অভেদরূপে চিন্তা করিতে হয়। এইরূপে ভূতশুদ্ধি করিয়া মাতৃকান্যাস করিবেন।

মাতৃকান্যাস।—অগ্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দিয়া "ওঁ ব্রহ্ম ঋষয়ে নমঃ" মুখে "ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ" হৃদি "ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ," গুহ্যে "ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ," পাদয়ো "ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ," বলিয়া হস্ত স্পর্শ করিবেন। অনন্তর "অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" মন্ত্রে দুই হস্তেরই তর্জ্জনী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দিবেন, "ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা," মন্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীর উপর; "উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্," মন্ত্রে উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী মধ্যমার উপর; "এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং" মন্ত্রে উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী অনামিকার উপর এবং "ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্" মন্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠার উপর দিবেন। তদনন্তর "অং যং রং লং বং, শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্" মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করতঃ বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তলস্পর্শ করতঃ তালি দিবেন। পরে "অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্র-

ভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল; "ঈং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা" মন্ত্রে তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্র দ্বারা মস্তক; "উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং শিখায়ৈ বষট্" মন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্র দ্বারা শিখা; "ঐং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং" মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা বামবাহু ও বামহস্তের পঞ্চাঙ্গুলীর অগ্র দ্বারা দক্ষিণ-বাহু এবং "ওং পং ফং বং ভং মং ওং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামার দ্বারা ক্রমান্বয়ে নেত্র দ্বয় ও নাসিকার মূল স্পর্শ করিবেন। তৎপরে "অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্" মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করতঃ বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবেন। তৎপরে প্রাণায়াম করিতে হয়।

প্রাণায়াম।—"নমঃ শিবায় নমঃ" শিবের এই মূলমন্ত্র দ্বারা প্রণব ষোড়শবার জপ করতঃ পূরক, চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক এবং দ্বাত্রিংশদ্বার জপ দ্বারা রেচকরূপ প্রাণায়াম করিতে হয়। অক্ষম হইলে চারিবার জপ দ্বারা পূরক, ষোড়শ বার জপ দ্বারা কুম্ভক এবং আটবার জপ দ্বারা রেচন করিবেন।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা।—পরে কাংস্য, রৌপ্য বা স্বর্ণপাত্র ইত্যাদি যথাবিহিত পাত্রে যথাযথভাবে স্থিত শিবলিঙ্গের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় অর্থাৎ লেলিহামুদ্রাযোগে দূর্ব্বা, তণ্ডুল বা পুষ্প দ্বারা শিবলিঙ্গ ধরিয়া "ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠো ভব।" এ মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন। তদনন্তর অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিতে হয়।

অঙ্গন্যাস।—"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" মন্ত্রে বক্ষঃস্থল "নং শিরসে স্বাহা" মন্ত্রে মস্তক, "মং শিখায়ৈ বষট্" মন্ত্রে শিখা, "শিং কবচায় হুং" মন্ত্রে বামবাহু ও দক্ষিণ বাহু এবং "বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" মন্ত্রে নেত্রদ্বয় ও

নাসিকার মূল স্পর্শ করতঃ "হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্" মন্ত্রে বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করতঃ তালি দিবেন।

করন্যাস।—"ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হুং, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্" মন্ত্রে যথাক্রমে যথাযথ অঙ্গুলীর উপর যথাবিহিত অঙ্গুলী স্পর্শ করাইয়া "য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করত বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবেন। তদনন্তর ঋষ্যাদিন্যাস ও ব্যাপকন্যাস করিবেন।

গণেশাদি নানা দেবতার পূজা করিবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস।—"ওঁ বামদেব ঋষয়ে নমঃ" মন্ত্রে মস্তকে "ওঁ পঙ্ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ" মন্ত্রে বদনে, "ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে হৃদয়ে দক্ষিণ হস্ত স্পর্শ করিবেন।

ব্যাপকন্যাস।—করযুগল প্রসারণ করত "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্রে হস্তদ্বয় মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত, পুনর্ব্বার পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একবার, সপ্তবার, পঞ্চবার কিম্বা বারত্রয় লইয়া যাইবেন।

ধ্যান—তৎপরে কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা বামকরে একটী পুষ্প বা বিল্বপত্র লইয়া ধ্যান করিতে হয়। যথা—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।

১ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শিবস্য প্রাণ ইহ প্রাণঃ ইত্যাদি।

পদ্মাসনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥

ধ্যানপাঠান্তে বামহস্তধৃত পুষ্প বা বিল্বপত্রটী স্বীয় মস্তকে দিবেন এবং প্রার্থনা-মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক "আমি শিব" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করতঃ হৃদ্‌পদ্মমধ্যে তদ্‌গতচিত্তে ধ্যানলিখিত আকৃতি চিন্তা করিতে করিতে মানসপূজা করিবেন।

মানসপূজা।—মানসপূজাতে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তৎসমস্তই মনে মনে করিতে হয়। ইহাতে বাহ্য উপকরণের আবশ্যক নাই। হৃৎপদ্ম মধ্যে সুধাসমুদ্র চিন্তা করিবেন। তন্মধ্যে রত্নদ্বীপমধ্যগত কল্পতরুমূলে দেবতার রূপ ধ্যান করিয়া হৃৎপদ্মেই আসন প্রদান পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিবেন এবং লিঙ্গমূলস্থ কুলকুণ্ডলিনীচক্রস্থিত জলরূপ পাদ্য মনোরূপ অর্ঘ্য, মস্তকস্থিত সহস্রদলপদ্ম হইতে বিগলিত সুধারূপ আচমনীয়, ক্ষিত্যাদি চতুর্বিংশতিতত্ত্বরূপ গন্ধ, দয়াদিরূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ তেজোরূপ দীপ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নৈবেদ্য 'সুধাসমুদ্রের জলরূপ পানীয়' হৃৎপদ্মস্থ অনাহত চক্রের ধ্বনিরূপ বাদ্য এই সকল মনে মনে প্রদান করিবেন। পরে মনে মনে "ওঁ নমঃ শিবায়" মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া মনে মনেই স্তবপাঠ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে হয়। তদনন্তর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

শ্রীশিব মানস পূজাস্তোত্রম্

রত্নৈঃ কল্পিতমাসনং হিমজলৈঃ স্নানঞ্চ দিব্যাম্বরং ।
নানারত্ন বিভূষিতং মৃগমদামোদাঙ্কিতং চন্দনম্ ॥
জাতিচম্পক বিল্বপত্ররচিতং পুষ্পঞ্চ ধূপং তথা ।
দীপং দেব ! দয়ানিধে ! পশুপতে ! হৃৎকল্পং গৃহ্যতাম্
সৌবর্ণে মণিখণ্ডরত্নরচিতে পাত্রে ঘৃতং পায়সম্ ।
ভক্ষ্যং পঞ্চবিধং পয়োদধিযুতং রম্ভাফল পানকম্ ॥
[illegible] জলং রুচিকরং কর্পূরখণ্ডোজ্জ্বলং ।
তাম্বূলং মনসা ময়া বিরচিতং ভক্ত্যা প্রভো ! স্বীকুরু ॥
ছত্রং চামরয়োর্যুগং ব্যজনকং চাদর্শকং নির্মলং ।
বীণাভেরি মৃদঙ্গ কাহলকলা গীতঞ্চ নৃত্যং তথা ।
সাষ্টাঙ্গং প্রণতিঃ স্তুতির্বহুবিধা হ্যেতৎ সমস্তং ময়া ।
সঙ্কল্পেন সমর্পিতং তব বিভো ! পূজাং গৃহাণ প্রভো ॥
আত্মা ত্বং গিরিজাপতি সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং ।
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধি স্থিতিঃ ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণ বিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরো ।
যদ্যৎকর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো ! তবারাধনং ॥
ইত্যেবং হর পূজনং প্রতিদিনং যো বা ত্রিসন্ধ্যং পঠেৎ ।
সেবা শ্লোকচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং পূজা ভবেন্মানসী ॥
সোহয়ং সৌধামবাহনাদ্ভিবরং সাক্ষাদ্ভবেদ্দর্শনং ।
যাসন্তেন মহাবসান সময়ে কৈলাসলোকং গতঃ ॥
করচরণ কৃতং বাক্কায়জং বা মানসং বাপরাধং ।
বিহিতমবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব ।
জয় জয় করুণাব্ধে ! শ্রীমহাদেব ! শম্ভো ॥

বিশেষার্ঘ্য।—* পূর্ব্বোবর্ত্তী কোশার বামদিকে মাটিতে জলাভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক তদুপরি ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কণ করিয়া তাহার উপর ত্রিপদী স্থাপন করিবে। পরে "ফট্" বলিয়া জল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করত ত্রিপদীর উপর স্থাপন পূর্ব্বক "নমঃ" মন্ত্রে তাহাতে গন্ধ, পুষ্প, তণ্ডুল ও দূর্ব্বা দিবে। তদনন্তর "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মূলমন্ত্র এবং ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং" এই বিলোম মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করতঃ স্বচ্ছজল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিবেন। পরে ত্রিপদীতে "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" অর্ঘ্যপাত্রে "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" এবং জলে "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" মন্ত্রে তণ্ডুল প্রদান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া অঙ্কুশমুদ্রাযোগে অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল আলোড়ন করিতে করিতে "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। তৎপরে এইরূপ চিন্তা করিবেন যে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থসমূহ মদীয় অর্ঘ্যে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া হৃৎকমলস্থ মহাদেবকে ঐ জলে আনয়নপূর্ব্বক "হুঁ" মন্ত্রে ঐ জলের উপর অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ "ফট্" মন্ত্রে ঐ জলের উপর মালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। পরে "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" বলিয়া সেই জলের দিকে দৃষ্টিপাত করত গন্ধপুষ্প দ্বারা শিবের ষড়ঙ্গ (অঙ্গন্যাসমতে) পূজা করিবেন। যথা—

এতে গন্ধেপুষ্পে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে নং শিরসে স্বাহা, এতে গন্ধপুষ্পে মং শিখায়ৈ বষট্, এতে গন্ধপুষ্পে শিং কবচায় হুং, এতে গন্ধপুষ্পে বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, এতে গন্ধপুষ্পে যঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

প্রত্যেক মন্ত্র পড়িয়া জলে গন্ধপুষ্প দিবেন। পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা

"ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" মন্ত্রে সেই সলিলমধ্যে শিবের পূজা করিয়া মৎস্যমুদ্রা দ্বারা জল আচ্ছাদন পূর্ব্বক তদুপরি মূলমন্ত্র জপ করতঃ ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অনন্তর "ফট্" মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ ঐ জল নির্বিঘ্নে রক্ষিত হইল, এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ জলের কিঞ্চিৎ তুলিয়া সামান্যার্ঘ্যপাত্রে রাখিবেন।

পুনর্ধ্যান ও আবাহন।—বিশেষার্ঘ্যস্থাপনান্তে পূর্ব্ববৎ অঙ্গন্যাস করন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা একটী সচন্দন পুষ্প বা বিল্বপত্র লইয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিবে। পরে সেই পুষ্পে বা বিল্বপত্রে নিশ্বাস দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে দেবতাকে শিবলিঙ্গোপরি আনয়ন ও স্থাপনপূর্ব্বক আবাহনমুদ্রা দ্বারা "ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া স্থাপন, সন্নিধাপনী মুদ্রা দ্বারা "ইহ সন্নিধেহি সন্নিধেহি" বলিয়া সন্নিধাপন, সংবোধিনী মুদ্রা দ্বারা "ইহ সন্নিরুদ্ধ্যস্ব" বলিয়া সংবোধন, সম্মুখী-করণমুদ্রা দ্বারা "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ" বলিয়া সম্মুখী-করত কৃতাঞ্জলী হইয়া "যাবৎ পূজাং করোমি তাবৎ ত্বমিহ স্থিরো ভব" বলিয়া শিবলিঙ্গকে স্থান করাইবেন। (পূজামাত্রেই আবাহন এই প্রকার।

শিবলিঙ্গস্থাপন —"ওঁ পশুপতয়ে নমঃ বলিয়া কিংবা "ইদং স্নানী-য়োদকং পশুপতয়ে নমঃ" উচ্চারণপূর্ব্বক লিঙ্গোপরি বারত্রয় জল-প্রদান করতঃ স্নান করাইবেন। তৎপরে সম্প্রদায়ানুসারে বজ্র ফেলিয়া দিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইবেন। শাক্ত, সৌর ও শৈবগণ ঈশানকোণে, গাণপ শিবলিঙ্গের মূলদেশে এবং বৈষ্ণবগণ পৃষ্ঠদেশে বজ্রটীকে নিক্ষেপ করিবেন।

শিবস্য ষোড়শোপচার পূজা মন্ত্র

পূজা।—এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদং স্নানীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এষ মধুপর্কঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এতৎ বিল্বপত্রং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এতৎ পানার্থোদকং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এতৎ তাম্বূলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।

আসন :—আসনেঽস্মিন্ কান্ত সুস্পর্শে সুনির্মলে।
উপবিশ্য মৃড়েশানীং সর্ব্বশান্তি প্রদো ভব॥

স্বাগতঃ—এহ্যেহি ত্বমুমাকান্ত স্থানে চাত্র স্থিরো ভব।
যাবদ্ পূজাং সমাপেত কৃপয়া দীন বৎসল॥

পাদ্যং :—পাদ্যঞ্চ তে ময়া দত্তং পুণ্যগন্ধসমন্বিতম্।
গৃহাণ দেব দেবেশ প্রসন্নো বরদো ভব॥

অর্ঘ্যমন্ত্র :—তাম্রপাত্রস্থিতং তোয়ং ফল গন্ধাদি সংযুতম্।
অর্ঘ্যং গৃহাণ দেবেশ ময়া দত্তং হি ভক্তিতঃ॥

আচমনীয় :—শীতলং নির্ম্মলং তোয়ং কর্পূরেণ সুবাসিতম্।
আচম্যতাং সুরশ্রেষ্ঠ ময়া দত্তং হি ভক্তিতঃ॥

মধুপর্ক :—ওঁ মধুপর্কো মহাদেব ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর॥

আচমনীয় :—স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনীয়কমিতি ॥

স্নান :—পঞ্চামৃতেন।

দুগ্ধধারা :—গোক্ষীর ধামন্ দেবেশ গোক্ষীরেণ ময়াকৃতম্।
স্নপনং দেবদেবেশ গৃহাণ পরমেশ্বর ॥

ঘৃতধারা :—সর্পিষা দেব দেবেশ স্নপনং ক্রিয়তে ময়া।
উমাকান্ত গৃহাণেদং শ্রদ্ধয়া সুরসত্তম ॥

মধুধারা :—ইদং মধু ময়াদত্তং তব তুষ্ট্যর্থমেব চ।
গৃহাণ শম্ভো ত্বং ভক্ত্যা মম শান্তিপ্রদো ভব ॥

শর্করা :—সিতয়া দেবদেবেশ স্নপনং ক্রিয়তে ময়া।
গৃহাণ শম্ভো মে ভক্ত্যা সুপ্রসন্নো ভব প্রভো ॥

সাধারণ স্নানমন্ত্র :—কাবেরী নর্ম্মদা বেণী তুঙ্গভদ্রা সরস্বতী।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব তাভ্যঃ স্নানার্থমাহৃতম্ ॥
গৃহাণ ত্বমুমাকান্ত স্নানীয় শ্রদ্ধয়া জলম্।

বস্ত্র :—এতদ্বাসো ময়া দত্তং সোত্তরীয়ং সুশোভনম্।
গৃহাণ ত্বং সুরশ্রেষ্ঠ মম বাসঃপ্রদো ভব ॥

উপবীত :—যজ্ঞোপবীতং সৌবর্ণং ময়া দত্তঞ্চ শঙ্কর।
গৃহাণ পরয়া তুষ্ট্যা তুষ্টিদো ভব সর্ব্বদা ॥

চন্দন :—সুগন্ধং চন্দনং দিব্যং ময়া দত্তং তব প্রভো।
ভক্ত্যা পরময়া শম্ভো সুভগং কুরু মাং ভব ॥

পুষ্প :—মালতী চম্পকাদীনি কুমুদান্যুৎপলানি চ।
বিল্বপত্রাদি পূজার্থং স্বীকুরু কুসুমাপতে ॥

ধূপ :—ধূপং বিশিষ্টং পরমং সর্ব্বৌষধি বিজৃম্ভিতম্।
গৃহাণ পরমেশান মমোপরি দয়াং কুরু॥

দীপ :—দীপঞ্চ পরমং শম্ভো ঘৃতবর্ত্তিসমোজ্জ্বিতম্।
দত্তং গৃহাণ দেবেশ মম জ্ঞানপ্রদো ভব।

নৈবেদ্য :—শাল্যোদন ঘৃতাপূপ পায়সাদি সমন্বিতম্।
নৈবেদ্যং বিবিধং দত্তং ভক্ত্যা মে প্রতিগৃহ্যতাম্॥

পানীয় :—নৈবেদ্য মধ্যে পানীয়ং ময়া দত্তং হি ভক্তিতঃ।
স্বীকুরুষ্ব মহাদেব প্রসন্নো ভব সর্ব্বদা॥

উত্তরাপোশন :—উত্তরাপোশনার্থং বৈ আনীতং জলমুত্তমম্।
গৃহাণ পরমাকান্ত সর্ব্বদুঃখ নিবারক॥

তাম্বূল :—কর্পূরৈলালবঙ্গাদি পূগীফল সমন্বিতম্।
তাম্বূলং কল্পিতং ভক্ত্যা গৃহাণ গিরিজা প্রিয়॥

অঞ্জলি :—মল্লিকাবকুলচম্পক পাটলাব্জৈঃ পুন্নাগজাতি
করবীর রসাল পুষ্পৈঃ, বিল্বপ্রবাল তুলসীদলমালতীভি-
স্ত্বাং পূজয়ামি জগদীশ্বর মে প্রসীদ।

দক্ষিণা :—হিরণ্যগর্ভ গর্ভস্থং হেমবীজং বিভাবসোঃ।
দক্ষিণা কাঞ্চনী চৈব স্থাপিতা মে ত্বদগ্রতঃ।

এইরূপে পূজা করিয়া অষ্টমূর্ত্তির পৃথক পৃথক আবাহন পূজা করিবেন।

অষ্টমূর্ত্তিপূজা।—* পূর্ব্বদিকে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ," ঈশানকোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ," উত্তরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ," বায়ুকোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ," পশ্চিমে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ," নৈঋতে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ," দক্ষিণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ" অগ্নিকোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।"

জপ ও জপবিসর্জ্জন।—তৎপরে প্রাণায়াম করিয়া দশবার বা অষ্টোত্তর শতবার শিবের মূলমন্ত্র জপকরত "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবেন অর্থাৎ কোশাস্থিত সামান্যার্ঘ্য বা জলগণ্ডূষ দেবতার দক্ষিণ হস্তে মনে মনে দিবেন এবং ঊর্দ্ধস্থিত ঈশাননামক মুখে জপফল সমর্পণ করিবেন। পরে দক্ষিণকরের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী যোগ করিয়া তদ্দ্বারা "বম্ বম্" শব্দে দক্ষিণ গাল বাদ্য করিতে করিতে পরে কম্বুবাদ্য ও করতালবাদ্য ও গালবাদ্য করিবেন।

শিবাষ্টক স্তোত্রম্।

প্রভু মীশ মনীশ মশেষগুণং
গুণহীন মহীশ গরলা ভরণং।
রণ নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

---

* শর্ব্ব ক্ষিতিমূর্ত্তে! ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রায় আবাহন।

গিরিরাজ সুতান্বিত বামতনুং
তনুনিন্দিত রাজিত কোটিবিধুম্।
বিধিবিষ্ণু শিরোধৃত পাদযুগং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

শশলাঞ্ছিত রঞ্জিত সন্মুকুটং
কটিলম্বিত সুন্দরকৃত্তিপটম্।
সুরশৈবলিনী কৃতপূতজটং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখং
মুখপদ্মবিরাজিত কোটিবিধুম্।
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভাল তটং -
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।

বৃষরাজ নিকেতনমাদি গুরুং
গরলাশনমাজি বিষাণধরম্।
প্রমথাধিপ সেবক রঞ্জনকং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।

মকরধ্বজ মত্তমাতঙ্গ হরং
করি চর্ম্মগবিনাশ বিবোধকরম্।
বরদাভয় শূল-বিষাণ-ধরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্॥

জগদুদ্ভবপালন নাশকরং
ত্রিদিবেশ শিরোমণি ঘৃষ্টপদম্।

প্রথমানন-সাধু জনৈকগতিং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্ ।

অলক্ষিং-সুদানং-বিভো-বিশ্বনাথ
পুনর্জ্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো ।

ভুজগাখিল-দুঃখ-সমূহ হরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্

শিবাপরাধ ক্ষমাপণ স্তোত্রম্

১। আদৌকর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং ।
বিণ্মূত্রামেধ্য মধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ ॥
যদ্ যদ্বৈতত্র দুঃখং ব্যথয়তি সততং শক্যতে কেন বক্তুং ।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

২। বাল্যে দুঃখাতিরেকান্মললুলিত বপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা ।
নো শক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণ জনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি ॥
নানা রোগোত্থ দুঃখাদ্রুদন পরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি ।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥

৩। প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয় বিষধরৈঃ পঞ্চভির্ম্মর্ম্মসন্ধৌ ।
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধন যুবতী স্বাদু সৌখ্যে নিষণ্ণঃ ॥
শৈবী চিন্তা বিহীনং মম হৃদয় মহো মান গর্ব্বাধিরূঢ়ং ।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রী মহাদেব শম্ভো

৯। স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময় মরুৎকুণ্ডলে সূক্ষ্মমার্গে।
শান্তে-শান্তে প্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে ॥
লিঙ্গংজ্ঞে ব্রহ্মবাচ্যং সকল তনুগতং শঙ্করং ন স্মরামি।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃশিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেবশম্ভো ॥

১০। নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো।
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টির্বিদিত ভবগুণো নৈবদৃষ্টঃ কদাচিৎ ॥
উন্মাদবস্থয়া ত্বাং বিগত কলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি।
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিবভোঃ শ্রীমহাদেবশম্ভো ॥

১১। চন্দ্রোদ্ভাসিত শেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে।
সর্পৈর্ভূষিত কণ্ঠ কর্ণবিবরে নেত্রোত্থ বৈশ্বানরে ॥
দন্তিত্বক-কৃত সুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে।
মোক্ষার্থংকুরুচিত্তবৃত্তিমচলা মন্যৈস্তু কিং কর্মভিঃ ॥

১২। কিংবানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেনকিং।
কিংবা পুত্রকলত্রমিত্র পশুভির্দেহেন গেহেনকিম্ ॥
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদিরে ত্যাজ্যং মনোদূরতঃ।
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজভজ শ্রীপার্বতীবল্লভম্ ॥

১৩। আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতিক্ষয়ং যৌবনং।
প্রত্যায়ান্তি গতাঃপুনর্ন দিবসাঃকালো জগদ্ভক্ষকঃ ॥
লক্ষ্মীস্তোয়-তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং।
তস্মান্মাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষরক্ষাধুনা ॥

১৪। করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা।
শ্রবণ নয়নজং বা মানসং বাঽপরাধম্॥
বিহিতমবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎক্ষমস্ব।
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেবশম্ভো॥

১৫। শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং।
শূলংবজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপিবরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্॥
নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতংচাঙ্কুশং বামভাগে।
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্ব্বতীশং ভজামি

১৬। বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণং।
বন্দেপন্নগ ভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্॥
বন্দেসূর্য্যশশাঙ্ক বহ্নি নয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং।
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবংশঙ্করম্॥

১৭। গাত্রেভস্মসিতং সিতঞ্চহসিতং হস্তে কপালংসিতং।
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণেসিতে কুণ্ডলে॥
গঙ্গাফেন সিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতোমূর্দ্ধনি।
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতুবিভবং পাপক্ষয়ং সর্ব্বদা॥

অথ পার্থিব শিবকবচম্

ওঁ নমঃ শিবায়—

দেব্যুবাচ। দেব দেব মহাদেব বিরূপাক্ষ ত্রিলোচনঃ।

কৃপয়া কথ্যতাং দেব পার্থিবস্য মহাপ্রভো॥

কবচং দুর্লভং তস্য শ্রোতুমিচ্ছামিসাম্প্রতম্।

শ্রীঈশ্বর-উবাচ। দেবেশি শৃণু চার্ব্বাঙ্গি জগদ্ধাত্রি মনোরমে॥

কবচং তস্য গিরিজেশিনি লোকেষু বিশ্রুতম্॥

অস্য [illegible] শিবকবচস্য উন্মত্ত ভৈরব ঋষিরনুষ্টুপ ছন্দো শ্রীপার্থিব শিবদেবতা সর্ব্বার্থ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ—

ওঙ্কার মস্তকে পাতু নকারস্তু শিখান্তরে।

মকার ভ্রূযুগে পাতু শিকার পাতু চক্ষুষি॥

বা পাতু নাসিকারন্ধ্রে য় জিহ্বায়াং সদাবতু॥

এষ ষড়ক্ষর মন্ত্র-স্তালু মূলে সদাবতু।

ষড়ক্ষরঃ শক্তি পুটো বস্তু বর্ণাত্মকো মনঃ॥

গৌরীনাথ স্বরূপস্তু ভূর্জোমে পরিরক্ষতু॥

ইদন্তু দিব্যং কবচং দেবানামপি দুর্লভং।

ত্রিসন্ধ্যাং যঃ পঠেন্নিত্যং কবচং সাধকোত্তমঃ॥

সর্ব্বশাস্ত্রার্থ বেত্তাচ ধনবান পুত্রবান ভবেৎ।

পূজাকালে পঠেৎযস্তু কবচং চৈকভাবতঃ॥

রাজদ্বারে শ্মশানেচ বিবাদে শত্রুপীড়নে।

সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি বৃহস্পতি সমোভবেৎ॥

কণ্ঠে যো ধারয়েদেতং কবচং মৎস্বরূপকং।
যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেৎ পার্থিবং শিবং।
পূজনে কোটি লিঙ্গানাং ক্রিয়াসিদ্ধির্ন জায়তে॥
স্নেহাত্তু গদিতং দেবিকবচং সর্বকামদং।
ন দেয় কস্যচিদ্ভদ্রে যদিচেচ্ছদাত্মনোহিতং॥
কাম্যে স্বস্ত্যয়নে যত্র পূজয়েৎ পার্থিবং শিবং।
তত্রৈব প্রপঠেদ্দেবী ফলার্থী ফলভাগ ভবেৎ॥

অথ শিবস্য কবচম্।—ভগবন্ দেব দেবেশ সর্বাম্নায় প্রপূজিতম্। সর্বং মে কথিতং দেব-কবচং ন প্রকাশিতম্॥ ১॥ প্রাসাদাখ্যস্য মন্ত্রস্য কবচং মে প্রকাশয়। সর্বরক্ষাকরং দেব যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি॥ ২॥ শ্রীভগবানুবাচ। প্রাসাদমন্ত্রকবচস্য বামদেবঋষিঃ স্মৃতঃ। পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দশ্চ দেবেশি সদাশিবোঽত্র দেবতা। সাধকাভীষ্টসিদ্ধৌ চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ॥ ৩॥ শিরো মে সর্বদা পাতু প্রাসাদাখ্যঃ সদাশিবঃ॥ ৪॥ ষড়ক্ষরস্বরূপো মে বদনন্তু মহেশ্বরঃ। অষ্টাক্ষরঃ শক্তিরুদ্রশ্চক্ষুষী মে সদা বতু॥ ৫॥ পঞ্চাক্ষরাত্মা ভগবান্ ভুজৌ মে পরিরক্ষতু। মৃত্যুঞ্জয়স্ত্রিবীজাত্মা আয়ূ রক্ষতু মে সদা॥ ৬॥ বটমূলসমাসীনো দক্ষিণামূর্তিরব্যয়ঃ। সদা মাং সর্বতঃ পাতু ষট্‌ত্রিংশার্ণস্বরূপধৃক্॥ ৭॥ দ্বাবিংশার্ণাত্মকো রুদ্রঃ কুক্ষিং মে পরিরক্ষতু। ত্রিবর্ণাত্মা নীলকণ্ঠঃ কণ্ঠং রক্ষতু সর্বদা॥ ৮॥ চিন্তামণির্বীজরূপোঽর্দ্ধনারীশ্বরো হরঃ। সদা রক্ষতু মে গুহ্যং সর্বসম্পৎপ্রদায়কঃ॥ ৯॥ একাক্ষরস্বরূপাত্মা কূটব্যাপী মহেশ্বরঃ। মার্তণ্ড ভৈরবো নিত্যং পাদৌ মে পরিরক্ষতু॥ ১০॥ তুম্বুরাখ্যো মহাবীজস্বরূপস্ত্রিপুরান্তকঃ

সদা মাং রণভূমৌ চ রক্ষতু ত্রিদশাধিপঃ ॥ ১১ ॥ ঊর্দ্ধমূর্দ্ধানমীশানো মম রক্ষতু সর্ব্বদা। দক্ষিণস্যাং তৎপুরুষোঽব্যান্মে গিরিবিনায়কঃ ॥ ১২ ॥ অঘোরাখ্যো মহাদেবঃ পূর্ব্বস্যাং পরিরক্ষতু। বামদেবঃপশ্চিমস্যাং সদা মে পরিরক্ষতু। উত্তরস্যাং সদা পাতু সদ্যোজাতস্বরূপধৃক ॥ ১৩ ॥ ইত্থং রক্ষাকরং দেবি কবচং দেবদুর্ল্লভম্। প্রাতঃকালে পঠেদ্যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥ পূজাকালে পঠেদ্যস্তু কবচং সাধকোত্তমঃ। কীর্ত্তি শ্রীকান্তিমেধায়ুর্সহিতো ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১৫ ॥ কণ্ঠে যো ধারয়েদেতৎ কবচং মৎস্বরূপকম্। যুদ্ধে বিজয়মাপ্নোতি দ্যূতে বাদে চ সাধকঃ ॥ ১৬ ॥ কবচং ধারয়েদ্ যস্তু সাধকো দক্ষিণে ভুজে। দেবা মনুষ্যা গন্ধর্ব্বা বশ্যাস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ কবচং শিরসা যস্তু ধারয়েদ্ যতমানসঃ। করস্থাস্তস্য দেবেশি অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥ ১৮ ॥ ভূর্জ্জপত্রে স্থিমাং বিদ্যাং শুক্লপট্টেন বেষ্টিতাম্। রক্তোদর সংবিষ্টাং কৃত্বা চ ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৯ ॥ সংপ্রাপ্য মহতীং লক্ষ্মীমন্তে মদ্দেহরূপধৃক্। যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥ ২০ ॥ শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ। অন্যথা সিদ্ধিহানিঃস্যাৎ সত্যমেতন্মনোরমে ॥ ২১ ॥ তব স্নেহান্মহাদেবি কথিতং কবচং শুভম্। ন দেয়ং কস্যচিৎ ভদ্রে যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ২২ ॥ যোঽর্চ্চয়েদ্ গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ কবচং মন্মুখোদিতম্। তেনার্চ্চিতা মহাদেবি সর্ব্বে দেবা ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ । ওঁ তৎসৎ ওঁ ।

অনন্তর "এষ পুষ্প বিল্বপত্রাঞ্জলী—ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" এই মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলী দিবেন।

প্রণাম মন্ত্র ঃ-

ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নম স্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
বাণেশ্বরায় নরকার্ণব তারণায়,
জ্ঞান প্রদায় করুণাময় সাগরায়।
কর্পূরকুন্দ ধবলেন্দু জটাধরায়,
দারিদ্র্য দুঃখ দহনায় নমঃ শিবায়॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণ ত্রয় হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ॥
নমস্তেত্বাং মহাদেব লোকনাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসাম পূর্ণ কামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্॥

আত্মসমর্পণ :—ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণ বুদ্ধি দেহ ধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্ব্বং শ্রীশিবায় স্বাহা। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীশিবচরণে সমর্পয়ে॥

ক্ষমা প্রার্থনা :—করজোড় পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

বিসর্জ্জন ঃ—তৎপরে ঈশানকোণে জলের ছিটা দিয়া ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া সংহার মুদ্রা দ্বারা একটা নির্ম্মাল্য লইয়া নাসিকাগ্রে আঘ্রাণ করিতে করিতে ভাবনা করিবেন যে পূজিত দেবতা হৃৎমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে ঐ পুষ্পটী পূর্ব্বকথিত ত্রিকোণ মণ্ডলের উপর স্থাপন করতঃ "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ" মন্ত্রে মণ্ডলোপরি অর্চ্চনা করিয়া "মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া শিবটীকে কাত করিয়া রাখিয়া মস্তকে একটু জল দিবেন। শিব নির্ম্মাল্য ও নৈবেদ্যাদি প্রথমে বিষ্ণুকে নিবেদন পূর্ব্বক স্বয়ং গ্রহণ করিবেন। ওঁ শান্তি ; শান্তি !! শান্তি !!!

পূজায় বসিবার আসন নির্ণয় ঃ—

"কৃষ্ণাজিনে ভবেন্মুক্তির্মোক্ষ শ্রীর্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
কুশাসনে ভবেজ্‌জ্ঞানমারোগ্যং পত্র নির্ম্মিতে॥

কৃষ্ণমৃগচর্ম্মের আসনে বসিয়া পূজা করিলে মুক্তিলাভ এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে মোক্ষ শ্রী কুশাসনে জ্ঞান পত্রনির্ম্মিতাসনে আরোগ্যলাভ।

নিষিদ্ধাসন ঃ—

'পাষাণে দুঃখমাপ্নোতি কাষ্ঠে নানাবিধাপদান্।"
পাষাণে বসিয়া ও কাষ্ঠাসনে বসিয়া পূজা কদাচিৎ করিবেন না।

জপবিষয়ে আসন ঃ—

বাল যৌবন মত্তাশ্চ বৃদ্ধা মন্ত্রাশ্চ যে মতাঃ।
যোনি মুদ্রাসনে স্থিত্বা মন্ত্রাণেব বিধাঞ্জপেৎ॥

হস্তদ্বয়াঙ্গুলি সংযোগে যোনি মুদ্রা হয়। কিন্তু যোনি মুদ্রা অনুবিদ্ধ মন (সাধুগুরু সকাশে অবগত হইবেন)।

মন্ত্র জপের সময় নির্ণয়।

তন্ত্রসিদ্ধান্তিতে মন্ত্রণাঙ্গস্তু কথঞ্চন।

ব্রাহ্মং মুহূর্ত্তমারভ্য মধ্যাহ্নং প্রজপেন্মনুম্ ॥

ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবেন।

"অন্তঃ ঊর্দ্ধং কৃতে জাপো বিনাশায় ভবেদ্ধ্রুবম্"

ইহার পর জপ করিলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হইবে।

প্রতি প্রসব ঃ—

পুরশ্চর্য্যা বিধানেন সর্ব্ব কাম্যফলেষ্বপি।

নিত্যেনৈমিত্তিকে বাপি তপশ্চর্য্যাসু বা পুনঃ ॥

সর্ব্বদৈব জপঃ কার্য্যো ন দোষস্তত্র কশ্চন।

পুরশ্চর্য্যাবিধি, সমুদায় কাম্যফল, নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য, অথবা পুরশ্চরণ বিধায় সর্ব্বদা জপ করিবেন। তাহাতে কোনরূপ দোষ নাই।

বৃহৎ শিবপূজা প্রমাণম্।

২। দেব্যুবাচ ঃ—কথয়স্ব মহাদেব লোকানাং প্রীতিবর্দ্ধন। বৃহল্লিঙ্গে শিবস্যার্চ্চা সূচিতা ন প্রকাশিতা ॥ কথয়স্বাধুনা দেব যদি স্নেহোঽস্তি মাং প্রতি। ভৈরব উবাচ ঃ—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি লোকানামুপকারকম্। অতিগোপ্যং শিবস্যার্চ্চাং পাষণ্ডে মা বদেৎ কচিৎ। শ্রবণাদ্ভক্তে পুণ্যং শিবপ্রীতিস্তু জায়তে? দেবাঃ সর্ব্বে চ প্রাপ্নুযুর্ধর্ম্মান্ ধর্ম্মাদিকান্ পরান্। ত্রিগুণৈর্দ্বিবিংশতিপদৈর্মূর্ত্তিঃ শৈবং প্রবক্ষ্যতঃ। লিঙ্গং নির্ম্মায় দেবেশি

পূজয়েদ্ভক্তি সংযুতঃ ॥ নৈচৈকাদশকৈর্দিব্যৈঃ সাজ্যৈঃ পরমেশ্বরি। অষ্টো-ত্তরশতৈর্বিল্বপত্রৈর্দেবং যজেত্তু যঃ ॥ আয়ুস্তস্য বিবর্দ্ধেত আরোগ্যং তস্য নিত্যশঃ। কান্তিং শ্রীঃ পুত্রবহুলঃ ধনধান্যসুখং যশঃ। সংপ্রাপ্য রাজভোগানি শৈবং পদং পরত্র চ ॥ দধ্নৈকেন পলেনাথ দুগ্ধৈকেন পলেন চ। আজ্যেনেতৎ সমানেন মধুনা তদ্বদেবহি ॥ শর্করয়া পলৈকেন সংস্নাপ্য লিঙ্গমুত্তমম্। পঞ্চামৃত পলৈকেন গোবিড্ভস্মপলৈকতঃ ॥ প্রত্যেকেন মন্ত্রেণাপি [illegible]। সংস্নাপ্য হরলিঙ্গং বৈ প্রাপ্নোত্যভিমতং ফলম্ ॥ ধ্যায়েত্রিপুরহন্তারং পঞ্চরাত্রবিধানতঃ। অষ্টোত্তরশতৈশ্চৈব [illegible] পঞ্চসংখ্যাকৈঃ ॥ রুদ্রাক্ষৈর্বিল্বপত্রৈঃ পুষ্পৈশ্চাপি তথাবিধৈঃ। গন্ধৈশ্চ ধূপৈর্দীপৈর্দেবি অর্ঘ্যং লিঙ্গে সমর্প্য চ ॥ ফলানি যানি লভতে যালং বক্তুং ক্ষমঃ শিবে। জানীহি দেবদেবেশি সত্যমেব ন সংশয়ঃ। মধুপৈশ্চ গন্ধৈঃ পূজা ঘৃতদীপৈরভীষ্টদা। আরোগ্যমপমৃত্যুঘ্নং সহস্রং জাপয়ত্তমম্ ॥ ষড়ক্ষরেণ মনুনা দেবি পূজাদিকঞ্চরেৎ। সকলা প্রতি দ্রব্যাণি পূর্বলিঙ্গে সমর্পয়েৎ ॥ স্তোত্রেণ বন্দনেনাথ গানবাদ্য প্রদানতঃ। নাম সঙ্কীর্ত্তনাদ্দেবি আসুরাদ্যোগ-মাপ্নুয়াৎ ॥ ইত্যেতৎ কথিতং দেবি শিবার্চ্চন মনুত্তমম্। যৎপ্রসাদাজ্জনাঃ সর্ব্বে লভন্তে সিদ্ধিমুত্তমাম্ ॥ অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনামধিপো জায়তেঽচিরাৎ। অভিচারাঃ পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ ॥ রোগার্ত্তস্য চ রোগঘ্নং পাপঘ্নং পুণ্যকাঙ্ক্ষিণঃ। আয়ুর্দ্ধানক্ষমং দেবি শান্তিদং পুষ্টিদং শুভম্ ॥ এবং নির্ম্মায় লিঙ্গং বৈ পূজয়েদ্বিভবাবধি। ফলানি যানি লভতে বক্তুং শক্যো ন হি প্রিয়ে ॥